শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 May 2019 ■ আগরতলা, ৫ মে, ২০১৯ ইং ■ ২১ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাস্থ্য বীমার টোপ দিয়ে কোটি টাকা লুট রাজ্যে, প্রতারিত ৫০, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই, ৪ মে।। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে রাজ্যের ৫০ জন প্রচুর টাকা খুঁইয়েছেন। এমনই একটি ঘটনায় খোয়াইয়ের রঞ্জিত নমঃ দাস নামে এক পুলিশ কনস্টেবলের ৮৫ হাজার টাকা লুট হয়েছে । শনিবার একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার সাইবার ক্রাইম শাখার পুলিশ সুপার সরস্বতী আর । তিনি জানান, ওই ঘটনায় দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ । তাদের শনিবার খোয়াই সিজেএম আদালতে তেলা হয়। বিচারক ধৃতদের পাঁচদিনের রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সুপার আরও জানান, তারা প্রতারণার জাল ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে যুক্ত। তিনি সতর্ক করে বলেন, ডিলমানি সিকিউরিটি প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা স্বাস্থ্য বিমার নামে মানুষের কাছ টাকা লুটে নিচ্ছে । তাতে, এখন পর্যন্ত বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে ওই সংস্থা ১ কোটির টাকার অধীক লুট করেছে বলে প্রমাণ মিলেছে। সরস্বতী আর বলেন, খোয়াই থানায় গত মার্চ মাসে রঞ্জিত নমঃ দাস প্রতারণার মামলা করেন । তাঁর কাছ থেকে স্বাস্থ্য বীমার নামে ৮৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন । এই মামলায় তদন্তে নেমে সাইবার ক্রাইম শাখা আরো অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছে । তাঁর কথায়, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বিলোনীয়ায় মোন ৫০ জন প্রতারিত হয়েছেন বলে খবর মিলেছে ।

সাইবার ক্রাইম বিভাগের এসপি সরস্বতী আর। ছবি নিজস্ব।

সরস্বতী আর জানান, ডিলমানি সিকিউরিটি প্রাইভেট লিমিডেট টেলিফোনে স্বাস্থ্য বীমার নানা অফারের টোপ দিয়ে টাকা আদায় করে চলেছে । মানুষও সহজ সরলভাবে তাদের প্রলোভনে পা দিচ্ছেন । তিনি বলেন, তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে ওই সংস্থার বৈধ কোন অনুমোদন নেই । তাছাড়া স্বাস্থ্য বীমা করার ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় সবই ভুয়ো তথ্য তারা গ্রাহকের কাছে উপস্থাপন করে থাকে। তিনি বলেন, খোয়াইয়ের রঞ্জিত নমঃ দাসের মামলায় তদন্তে নেমে পুলিশ ধলেশ্বর থেকে প্রীতম চৌধুরী এবং বিলাস সাহা নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে । তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং আরো অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে । সরস্বতী আর বলেন, রাজ্যে ৫০ জনের কাছ থেকে ওই সংস্থা ১ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করেছে । তার মধ্যে রঞ্জিত নমঃ দাসের টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । বাকিদের টাকা আদৌ ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে কিনা তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না । তিনি বলেন, রাজ্যে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের বহু ঘটনা ঘটছে । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতারিত ব্যক্তি দেরীতে পুলিশের সাহায্য চান । তাতে, প্রতারকদের জালে তুলা সম্ভব হয় না । তাঁর কথায়, এটিএমের ওটিপি সংগ্রহ করে বহু মানুষের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ফাঁকা করে দিয়েছে প্রতারকরা । ওই টাকা ফেরত পাওয়া কোন সম্ভব নয় । ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় ফণী ঃ ত্রিপুরা নিরাপদ, প্রশাসনিক বৈঠকে রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ঘূর্ণিঝড় ফণীর কোনও প্রভাব তেমন পড়বে না ত্রিপুরায়। বৃষ্টিপাত ছাড়া কোনও ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই। প্রশাসনিক বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শনিবার একথা জানিয়েছেন রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক শরৎ দাস। তাঁর কথায়, সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ঘূর্ণিঝড় ফণী ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়েছে। তাই ত্রিপুরায় শুধু বৃষ্টিপাত হবে, আবহাওয়া রিপোর্টে এমনটাই জানতে পেরেছি।

রাজস্ব দফতরের অতিরিক্ত সচিব এল ডার্লং গতকাল ত্রিপুরার আট জেলার জেলাশাসককে ঘূর্ণিঝড় ফণী নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তিনি জেলাশাসকদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, ঘূর্ণিঝড় ফণী শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশে আছড়ে পড়বে। সে দেশে বাতাসের গতিবেগ ৬০-৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টা যা বেড়ে ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, ফণীর গতিপ্রকৃতি অনুসারে মনে হচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়ের বাহ্যিক প্রভাব ত্রিপুরায়ও পড়বে। তাই তিনি সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আজ শরৎ দাস জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় ফণীর মোকাবিলায় সমস্ত জেলার জেলাশাসকরা বৈঠক করেছেন। ত্রিপুরায় বর্তমান পরিস্থিতিরও পর্যালোচনা হয়েছে। তিনি জানান, বিশেষ সাইক্লোন সেল ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে কোনও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে খরচ করার জন্য জেলাশাসকদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, অনেক ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন কোনও ধরনের সমস্যা না হওয়ার জন্যই ওই তহবিল ব্যবহারের আগাম অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শরৎ দাসের বক্তব্য, পর্যালোচনা বৈঠকে ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ফণীর প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব ত্রিপুরায় পড়বে না, তা সুনিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ফণী কিছুটা প্রভাব ফেললেও, ত্রিপুরায় বিরামহীন বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাঁর বক্তব্য, শুরুতে মনে হয়েছিল, ফণীর প্রভাবে ত্রিপুরায় বিরামহীন বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু এখন সেই সম্ভাবনা না থাকায় ত্রিপুরায় বিরাট কোনও দুর্যোগ দেখা দেবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবুও সারা রাজ্যেই সমস্ত রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। ত্রিপুরাকে নিরাপদ রাখার সব রকমের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন রাজপথ। শনিবার সকালে তোলা নিজস্ব ছবি।

পূর্ব আসনে নতুন আরও শরদিন্দু চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ত্রিপুরা পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসার পদে দায়িত্ব পেতে চলেছেন শরদিন্দু চৌধুরী। নির্বাচন কমিশন এই মর্মে শিলমোহর দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ধলাই জেলার জেলা শাসকের দায়িত্বও পাবেন।

সম্প্রতি পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম জেলার জেলাশাসক পদ থেকে সন্দীপ মাহাত্মকে অপসারণ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন পূর্ব আসনের রিটার্নিং অফিসার তথা ধলাই জেলার জেলা শাসক বিকাশ সিং। ফলে, রাজ্য সরকার পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসার পদে তিন জনের একটি প্যানেল তৈরী করে কমিশনে পাঠিয়েছিল। কমিশন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শরদিন্দু চৌধুরীকে পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব দিতে সম্মতি জানিয়েছে।

অবৈধ প্রক্রিয়ায় ১০,৩২৩ শিক্ষক নিয়োগ তদন্ত কমিশন গঠন করবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। শিক্ষক পদে অবৈধ নিয়োগের জন্য দোষীদের শনাক্ত করতে তদন্ত কমিশন গঠন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সম্ভবত, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে ওই ঘটনার তদন্ত করা হবে। ১০,৩২৩ জন শিক্ষক নিয়োগ অবৈধ বলে চাকরি বাতিল করেছিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টও হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। কিন্তু, ওই অবৈধ নিয়োগে প্রকৃত দোষী কে বা কারা, সে-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, রাজ্য সরকার ওই ঘটনার তদন্ত কমিশন গঠন করবে। লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শেষ হলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ত্রিপুরা সরকার।

রাজ্যে ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। নিয়োগ প্রক্রিয়া অবৈধভাবে হয়েছে, তাই ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করেছিল। বামফ্রন্ট জমানায় ওই ঘটনা গোটা দেশে নাড়া দিয়েছিল। পিঠ বাঁচাতে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু, সুপ্রিমকোর্ট ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তাই, অ্যাডহক ভিত্তিতে চাকরিচ্যুত ওই সব শিক্ষকদের চাকরিতে ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন উঠেছে, অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ হোক বিজেপি জোট সরকারের তা প্রথম লক্ষ্য। ত্রিপুরায় ১০,৩২৩ শিক্ষক অবৈধভাবে নিয়োগ কীভাবে হয়েছে এবং কারা এর সাথে যুক্ত, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরির ল্যাপটপ মোবাইল ও তিন চোরসহ ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। গত কিছুদিন ধরে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং ল্যাপটপ চুরির অভিযোগ জমা পড়ছিল পশ্চিম আগরতলা থানায়। দিন-কয়েক আগে আগরতলার ডিমসাগর এলাকার বাসিন্দা জনৈক অশোককুমার পাটোয়ারি অভিযোগ করেছিলেন তাঁর ল্যাপটপ চুরি হয়েছে।

ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে গতকাল রাতে অনুপ ত্রিপুরা এবং কার্তিক দেবনাথ নামের দুই দাগি চোরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, মিঠুন দাস নামের আরও একজনের কাছে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ রয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তিরর ভিত্তিতে আজ পুলিশ মিঠুন দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অশোককুমার পাটোয়ারির ল্যাপটপ-সহ আরও দুটি ল্যাপটপ উদ্ধার করে। মিঠুন বাকি দুটি ল্যাপটপের কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

পাশাপাশি এদিন পুলিশ আরও তিনটি চুরির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেছে বলে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান। সেই সঙ্গে উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলিও দেখিয়েছেন তিনি। ওসি জানান, তিন চোরের সঙ্গে চুরির সামগ্রী কেনার অভিযোগে জনৈক ক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তার নাম বলেননি তিনি। এই চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ, জানান ওসি।

যাত্রী ভিড় সামাল দিতে ত্রিপুরা-সহ পূর্বোত্তরের কয়েকটি ট্রেনে যুক্ত করা হবে অতিরিক্ত কামরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ত্রিপুরা-সহ পূর্বোত্তরে কয়েকটি প্যাসেঞ্জার ও দূরপাল্লার ট্রেনে অতিরিক্ত কামরা জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এ-বিষয়েপূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানিয়েছেন, এই অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য ট্রেনে আরও অধিক সংখ্যক আসন ব্যবস্থা করার যে প্রয়াস হাতে নেওয়া হয়েছে, তার সাথে সাজুয্য রেখে অনেকগুলি দূরপাল্লার পাশাপশি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে স্থায়ীভাবে বহন ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, রাজ্যেরীয্য প্যাসেঞ্জার ট্রেনে অতিরিক্ত কামরা জুড়ে দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, ৫৫৬৮১/৫৫৬৮২ এবং ৫৫৬৮৩/৫৫৬৮৪ আগরতলা-গর্জি এক জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির চারটি অতিরিক্ত কামরা চলতি মাসের ২৫ তারিখ জুড়ে যাবে। এছাড়া একই দিনে ৫৫৬৭৯/৫৫৬৮০ আগরতলা-ধর্মনগর প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও দ্বিতীয় শ্রেণির একটি কামরা যুক্ত করা হবে।

তিনি জানান, ৫৫৬১৫/৫৫৬১৬ গুয়াহাটি- শিলচর-গুয়াহাটি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটি এসি থ্রি টায়ার কামরা যুক্ত করা হবে। চলতি মাসের ৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত কামরা ওই ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হবে। এদিকে, নিউ বঙাইগাঁও এবং গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ৫৫৮০৩/৫৫৮০৪ প্যাসেঞ্জার, ৫৫৮০৯/৫৫৮১০ প্যাসেঞ্জার এবং ৫৫৮১৭/৫৫৮১৮ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ২৫ মে থেকে তিনটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা যুক্ত করা হবে। তিনি আরও জানান, রাঙাপাড়া-রঙিয়ার মধ্যে চলাচলকারী ৫৫৮৯৩/৫৫৮৯৪ এবং ৫৫৮৯৫/ ৫৫৮৯৬ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চারটি দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা ওইদিনই জুড়ে দেওয়া হবে।

প্রণবজ্যোতি শর্মা জানিয়েছেন, কিশানগঞ্জ-আজমের গরিব নওয়াজ এক্সপ্রেস ট্রেনে ১৪ মে থেকে একটি এসি থ্রি টায়ার কামরা জুড়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, নিউজলপাইগুড়ি-দিঘা এক্সপ্রেসেও একটি এসি থ্রি টায়ার কামড়া ১৭ মে থেকে যুক্ত করা হবে।

প্রণবজ্যোতি শর্মার মতে, যাত্রী ভিড় সামাল দেওয়ার জন্যই অতিরিক্ত কামরা ট্রেনের সাথে জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ট্রেনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবনিযুক্ত আরও'র সাথে সাক্ষাৎ করলেন সিপিএম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে পুণঃনির্বাচনের দাবী নিয়ে এই কেন্দ্রের নবনিযুক্ত রিটার্নিং অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেছে সিপিএমের এক প্রতিনিধি দল। শনিবার দুপুরে তিন সদস্যক প্রতিনিধি দল রিটার্নিং অফিসার বিকাশ সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে জানান, ১১ এপ্রিল এই কেন্দ্রের ভোটে ব্যাপকভাবে রিগিং এবং ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে এবং ভোটা বাতিল করে সমগ্র লোকসভা কেন্দ্রটিতে পুণর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবী জানায়।

প্রতিনিধি দল অভিযোগ করেন, ১১ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে গৃহবধূ ধর্ষিতা গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের পুর পরিষদের ১৪নং ওয়ার্ডের কিনাইর চর এলাকার তিন সন্তানের জননীকে ধর্ষন শেষ পিটিয়ে জখম করার দায়ে অভিযুক্ত মনোয়ার আলীকে গ্রেপ্তার করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মহিলা থানার ওসি ধর্ষনকারীকে গ্রেপ্তার করার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ধর্ষিতাকে হাসপাতালে গিয়ে গালমন্দ করেছেন বলে অভিযোগ। তাকে হাসপাতাল থেকে আদালতে জবাববন্ধী রেকর্ড করানোর জন্য নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিম্নমানের বিদ্যুৎবাহী ট্রান্সফরমার, তদন্ত করবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। বিদ্যুৎ দফতর কর্তৃক সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার নিম্নমানের, এমন অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ দফতর সূত্রের খবর, নিম্নমানের ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হয়েছে, এমন প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে। তাই দফতর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটিকে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে সরবরাহকৃত সমস্ত ট্রান্সফরমার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে।

কমিটি বিদ্যুৎবাহী ট্রান্সফরমার ক্রয় প্রক্রিয়া, দরপত্র অনুযায়ী গুণমান বজায় রাখা, ট্রান্সফরমার সরবরাহের আগে ও পরে সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গত দুই বছরে ট্রান্সফরমারগুলির কাজের রিপোর্ট, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ট্রান্সফরমারের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পূর্বের ট্রান্সফরমার সারাইয়ের সমস্ত পদ্ধতি যাচাই করে দেখবে ওই কমিটি।

সূত্রের খবর, বিদ্যুৎ দফতর সমস্ত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি ভিজিল্যান্স সেল গঠন করেছে। পাশাপাশি, ট্রান্সফরমারগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পৃথক ল্যাবরেটরিও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচন
১ম ৪ পর্যায়ের চূড়ান্ত ভোটের হার প্রকাশিত

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম চারটি দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। আগামী সোমবার, ৬ মে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হবে দেশের সাতটি রাজ্যের ৫১টি আসনে। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণের একদিন আগে, প্রথম চারটি দফার চূড়ান্ত ভোটের হার প্রকাশিত করল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় গোটা দেশজুড়ে ভোটের হার ৬৯.৫ শতাংশ, দ্বিতীয় দফায়-৬৯.৪৪ শতাংশ, তৃতীয় দফায়-৬৮.৪ শতাংশ এবং চতুর্থ দফায় ৬৫.৫১ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টির জলে নাজেহাল আগরতলাবাসী, বর্জ্য পরিস্কারে ত্রুটি হচ্ছে না, প্রতিক্রিয়া মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। প্রতি বছর বর্ষায় ডুবে যায় রাজধানী আগরতলা । তাই, প্রাক-বর্ষা প্রস্তুতি নিয়েছে পুর নিগম । এদিকে, পুরবাসীর কাছ থেকে বর্জ্য সংগ্রহে কোনও গাফিলতি হচ্ছে না, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা ।

ঘূর্ণিঝড় ফণীর প্রভাবে দু'দিন ধরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতে আগরতলায় বনমালীপুর এলাকায় কিছু স্থানে জল জমেছে । এ-বিষয়ে পুর নিগমের মেয়র ড. সিনহার বক্তব্য, প্রাক-বর্ষা প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে। আগরতলায় জল নিষ্কাশনে ১২টি পাম্প কাজ করছে । সাথে আরও দুটি পাম্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, ইতিমধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিনের সহায়তায় বিভিন্ন কভার ড্রেইন পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে । তাতে সাফল্য মিলছে বলে দাবি করেন তিনি । ড. সিনহার বক্তব্য, অন্যান্য বছরের তুলনায় ড্রেইন পরিষ্কারে এ-বছর ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে । বিশেষ যে-সব এলাকায় জল নিষ্কাশনী সমস্যা সবচেয়ে বেশি অতি দ্রুততার সাথে ড্রেইন পরিস্কারের কাজ চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এ-বছর বর্ষায় শহরবাসীকে ভুগতে হবে না ।

এদিকে, বর্জ্য সংগ্রহ নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী পুর নিগমের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট । এ-বিষয়ে নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহার দাবি, সারা বছর আগরতলায় প্রত্যেক বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে পুর নিগম । এ-বছর বর্জ্য সংগ্রহে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে । তাঁর কথায়, সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে এখন বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । ওই সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের অন্তত ১২০ থেকে ১৫০টি বাড়ির বর্জ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রতি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের বদলে ৫০ টাকা করে আদায় করা হয় ।

ড. সিনহার বক্তব্য, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রথমে পুর নিগমের ৬টি ওয়ার্ড এলাকায় সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । তাঁর দাবি, আগামী ২৩ জুনের মধ্যে পুর নিগমের অধীন সমস্ত ওয়ার্ড এলাকা থেকেই এই নতুন পদ্ধতিতে বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে । তিনি জানান, এই কাজের জন্য প্রতি মহিলাকে প্রতি দিন ১০০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হচ্ছে । একজন মহিলা যতদিন কাজ করবেন ততদিনের মজুরি তিনি পাবেন । তাছাড়া, প্রত্যেক বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহে ৫০ টাকার পুরোটাই পাবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ । ড. সিনহার দাবি, আগরতলা শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে কোনও ত্রুটি রাখছে না পুর নিগম । তাঁর অভিযোগ, বর্জ্য বহনকারী গাড়ি কিছু খারাপ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু, অর্থের অভাবে নতুন গাড়ি কিনতে পারেনি পুর নিগম । তবে, এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বর্জ্য বহন করার জন্য কয়েকটি গাড়ি ভাড়া নেওয়া হবে । তাতে, চলমান সমস্যাগুলির সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২০২ ◻ ৫ মে ২০১৯ ইং ◻ ২১ বৈশাখ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আদর্শ আচরণ বিধি

দেশের গণতন্ত্রের জয়যাত্রা যতই তীব্র হইতেছে ততই নতুন সমস্যা সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ এই ভারতবর্ষে একেবারে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র প্রসারিত। লোকসভা, বিধানসভা ভোট ছাড়াও আছে পঞ্চায়েত নির্বাচন, পুর নির্বাচন ও এডিসির মতো স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচন। এই নির্বাচন ঘোষণা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর করিতে হয়। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করিতে হইলে আদর্শ আচরণ বিধি বলবৎ বাধ্যতামূলক। তাহা কামও বিরোধীতা করিবারও সংগত কারণ নাই। কিন্তু, বছর ভর একের পর এক নির্বাচন তো আমাদের দেশে লাগিয়াই আছে। তাহাতে উন্নয়নমূলক কাজ তো থমকাইয়া যাইতেছে। আমরা গণতন্ত্রের বিস্তার চাই, তৃণমূল স্তরে তাহার প্রসার চাই। কিন্তু উন্নয়ন। গণতন্ত্রের জন্য উন্নয়নের উপর আঘাত। এই বিষয়টি আজ গণতন্ত্রের সামনে বড় প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। গণতন্ত্র চাই উন্নয়নকে আঘাত না করিয়া। এই বিষয়টি নিয়াই আজ সব রাজনৈতিক দল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এবং নির্বাচন কমিশনকে আজ গুরুত্ব দিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে। যেমন এই ত্রিপুরার নির্বাচনের বিষয়টি নিয়াই যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে বোধহয় সমস্যা কত খালি প্রকট তাহা বুঝা কঠিন হইবে না।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রায় তিন মাস ত্রিপুরায় আদর্শ আদর্শ আচরণ বিধি বলবৎ করা হইয়াছে। যাহার ফলে, বদলী প্রমোশনে এবং সরকারী কর্মসূচী গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা সহ সমস্ত উন্নয়ন কাজের টেন্ডার ইত্যাদি ডাকা যাইবে না। এই তিনমাসে রাজ্যের সরকারী কাজকর্ম তো একেবারে তলাইয়া গিয়াছে। নতুন করিয়া উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের টেন্ডার ইত্যাদি বন্ধ থাকিবার কারণে যে জটিলতা দেখা দিয়াছে তাহা তো পূরণ করিবার সুযোগ নাই। লোকসভা নির্বাচন শেষ হইতে না হইতেই ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজ্য জুড়িয়া বলবৎ হইয়া যাইবে আদর্শ আচরণ বিধি। এই নির্বাচন সাঙ্গ হইতেও চলিবে বেশ কিছুদিন। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হইবার পরই আসিতেছে স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) নির্বাচন। আবার আদর্শ আচরণ বিধির কল্যাণে উন্নয়নের উপর পড়িবে বেড়ি। হিসাব করিলে হয়ত দেখা যাইবে বছরের সিংহভাগ সময়ই এইভাবে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ থমকিয়া থাকে।

প্রগতি, উন্নয়নই একটি দেশকে সমৃদ্ধশালী করে। গণতন্ত্রের প্রসার যেমন সবচাইতে বেশী কাম্য তেমনি উন্নয়ন, জনগণের জন্য প্রশাসনের কর্মমুখীনতাও কম গুরুত্বের নহে। নির্বাচন পরিচালনা, সম্পন্ন করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সরকারের বা জনগণের। গণতন্ত্রের জন্য, জনগণের মূল্যবান সমর্থনে সরকার নির্বাচন একটি মহৎ কর্ম ও দায়িত্ব। জনদরসী, কর্মকুশল সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব গণতন্ত্র শক্তিশালী হইলেই। মাসল শক্তি, অর্থ শক্তি গণতন্ত্রকে দূর্বল করিতে পারে। বার বার দেশের মুক্ত গণতন্ত্রের পায়ে বেড়ি পরাইবার ষড়যন্ত্র অতীতেও হইয়াছে। এখনও দেশের সামনে ষড়যন্ত্রের বিপদ লক্ষ্য করা যাইতেছে। আজ অর্থ, পেশী শক্তির কাছেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনগণকে আপোষ করিতে হয়। মূল্যবোধ তো বারবার আক্রান্ত হইয়াছে। গণতন্ত্রের আড়ালে একনায়কতন্ত্রের থাবা প্রসারিত করার চেষ্টা এখনও সক্রিয় আছে। দেশে যখন গণতন্ত্রের বিপদ আসে তখন জনগণকে অনেক বেশী সজাগ ও সতর্ক পা ফেলিতে হয়। গণতন্ত্রের সবচাইতে বৃহৎ কর্মকান্ডই হইতেছে নির্বাচন। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ এই ভারত বিভিন্ন দেশের নজর কাড়িয়াছে। এত বিশাল গণতন্ত্রের দেশ ভারত এই প্রশ্নেই আন্দোলিত যে 'আদর্শ আচরণ বিধি' কি উন্নয়নের গতিপথকে মারাত্মকভাবে আঘাত করিতেছে না? আজ এই গুরুত্বপূর্ণ আচরণ বিধি সম্পর্কে নতুন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

ফণী : ভারতের আবহাওয়া দফতর ও প্রশাসনের প্রশংসা করল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.) : ঘন্টায় প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার বেগে ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়লেও ঘূর্ণিঝড় ফণীর কারনে সেভাবে ঘটেনি হয়নি প্রাণহানির ঘটনা ঊ এর কারন সঠিক সময়ে সাইক্লোন ফণীর গতিবিধি ধরতে পারা ও ফণী নিয়ে সতর্ক থাকা ঊ যার জন্য ভারতের আবহাওয়া দফতর ও প্রশাসনের প্রশংসা করল রাষ্ট্রসংঘ । শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'ঊ সকালে পুরীতে যে সময় ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' আছড়ে পড়ে, তখন হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৭৫ কিলোমিটারঊ 'ফণী'-র তাণ্ডবে বিপর্যস্ত পুরী, ভুবনেশ্বর, গঞ্জাম-সহ ওডিশার বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলাগুলিঊ ভুবনেশ্বরে ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছঊ পুরীতে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' আছড়ে পড়ার পরই প্রবল গতিতে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমেওঊ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের দিঘা, মন্দারমণি-সহ উপকূলবর্তী অঞ্চলেঊ

গতকাল দিনভর ফণীর তাণ্ডবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী পুরীতে মৃত্যু হয়েছে মোট ৩ জনের। এদের মধ্যে রয়েছে ১ কিশোর। পাশাপাশি ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ভুবনেশ্বরে। নয়াগড় ও কেন্দ্রপাড়ায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৩ জনের। গত ২০ বছরে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ছিল ফণীণি। ১৯৯৯ সালের ওই সাইক্লোনে ওডিশায় মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১০ হাজার মানুষের।যার তুলনায় এবারের মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম ঊ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর থেকে স্থানীয় প্রশাসন। যার জন্য ভারতের আবহাওয়া দফতর ও প্রশাসনের প্রশংসা করল রাষ্ট্রসংঘ ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেক্রিটারি জেনারেলের ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের প্রধান মামি মিজুতোরি বলেন, "ফণীর গতিবিধির সুনির্দিষ্ট আগাম পূর্বাভাস করায় প্রাণহানি কমানো গিয়েছে।" আবহাওয়া দফতর, স্থানীয় প্রশাসনের ততরতার প্রশংসা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। ঝড়ের পূর্বাভাস মিলতেই কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়। ওডিশার উপকূলে প্রায় ২.৮০ কোটি মানুষ বসবাস করেন। ৪ হাজার পরিবারকে নিরাপদে সরিয়ে আনার পাশাপাশি, স্কুল, কলেজ, অফিস-ও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

ভাঙড়ে সিপিএমের পতাকা খুলে নেওয়ার অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে বিকাশ

ভাঙড়, ৪ মে (হি. স.) : ভাঙড়ে সিপিআইএমের পতাকা খুলে ফেলার অভিযোগ।অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আরাবুল -কাইজারদের খাস তালুক তৃণমূল কর্মীদের বিড়ীতে সটান যাদবপুরের বাম প্রার্থী তথা সিপিআইএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রশ্ন কেন খুলে ফেলা হল আমাদের পতাকা। সেটা জানতেই এদিন মরিচা গ্রামে মাজহারুল ইসলাম ও সাজারুল ইসলাম নামে কাইজার আহমেদ ঘনিষ্ঠ দুই তৃনমূল নেতার বাড়িতে যান বিকাশরঞ্জন। যদিও এ ব্যপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি কাইজার আহমেদ। ওই এলাকার প্রধান শ্যামসুন্দর মল্লিক বিষয়টি জানা নেই বলে এড়িয়ে গেছেন।

ঘটনা ভাঙড় ১এ ব্লকের প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের মরিচা গ্রামের। কিছুদিন আগে তৃণমূল কর্মী পতাকা খুলে নেয় বলে স্থানীয় সিপিআইএম কর্মীরা জানিয়ে ছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে। শনিবার নারায়ণপুর অঞ্চলের পাগলাহাট বাজারে বাসন্তী হাইওয়েরে পাশে পদসভা করার কথা ছিল যাদবপুরের বামপ্রার্থীর। পদসভা সেরে হওয়য়ার কথা ছিল কর্মীসভা। কিন্ত তার মাঝখানে বিকাশ রঞ্জন সটান চলে যান মরিচা গ্রামে। সেখানে গিয়ে স্থানীয় বামকর্মী সমর্থকদের কাছে জানতে চান কে পতাকা খুলেছে? তাদের বাড়ী কোথায়?

এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলনা কোন নিরাপত্তা রক্ষী বা পুলিশ।কার্যত ফিল্মি কায়দায় গাড়ী থেকে নেমে সোজা চলে যান তৃণমূল কর্মীদের বাড়ীতে। স্থানীয় বামকর্মীরা বিকাশ রঞ্জন ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলার মাড়োয়ারি সমাজ

দেবপ্রসাদ মজুমদার

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে রাজস্থান বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফেরার পরদিনই গৃহকর্ত্রী একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে বললেন স্টেসনের মাড়োয়ারি দোকানেই সব পেয়ে যাবে, অন্য দোকানে নাও মিলতে পারে সব। আমার মাথায় তখনও রাজস্থান ঘুরছে, তাই মাড়োয়ারির দোকান বলতে কৌতুক বোধ করলাম। বললাম-মাড়োয়ারি কাদরে বলে জানো? স্ত্রী উত্তর দিলেন না, ভাবতে লাগলাম রুক্ষ, পাংশুবর্ণ, বালুকাময় প্রকৃতি এবং লাল ও কালো মাটির দেশ রাজস্থানের লোকেদের তো রাজস্থনি বলা উচিত, কিন্তু আমরা তা না বলে রাজস্থানের অধিবাসীমাত্রকেই মাড়োয়ারি বলি কেন? সাধারণের ধারণা, মাড়োয়ারি জৈন সম্প্রদায়ের লোক, তারা বেনিয়া, ব্যবসা তাদের পেশা ও জিবীকা। কথাগুলি কিন্তু আংশিক সত্য। তাহলে দেখে নেওয়া যাক এই মাড়োয়ারি কারা? কখন, কীভাবে, কেন তারা বাংলা মুলুকে বসবাস করতে শুরু করলেন? কী তাদের আসল পরিচয়?

আসলে রাজস্থানে বসবাসকারীরা সকলেই কিন্তু মাড়োয়ারি নয়। প্রধানত মাড়োয়ারি অর্থাৎ বর্তনর যোধপুর অঞ্চল ও বিকানিরের কিছু অংশের লোকেদের মাড়োয়ারি বলা হয়। মাড়োয়ার অঞ্চলে বসবাসকারী তাই মাড়োয়ারি।

মাড়োয়ারিদের কথা আলোচনার আগে রাজস্থানের কিছু ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক। এখনকার রাজস্থান প্রদেশের প্রাচীন নাম ছিল রাজপুতানা। রাজপুত জাতির বাস তাই রাজপুতানা। রাজপুতানা আগে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইংরেজ শাসনের ও স্বাধীনতার পরেও ওই সব দেশীয় রাজ্য ও রাজারা তাদের স্বতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। স্বাধীনতা লাবের পরে ভারতের প্রতম উপ প্রধান মন্ত্রী ও স্বরষ্ট্র মন্ত্রী লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের তৎপরতায় ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব কে পি এস মেননের প্রচেষ্টায় রাজপুতানার অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে একত্রিত করবার কাজ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ করৌলি, মাড়োয়ার, সিরোহি, আলোয়ার, ভরতপুর ও ঢোলপুর রাজ্যকে একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়। ওই বছরই ২৫ মার্চ দ্বিতীয় পর্যায়ে, বুঁদি, বাঁসুয়ারা, ঝালোয়ার, দুঙ্গরপুর, কিষণগড়, কোটা, প্রতাপগড়, ও শাহীপুর এই আটটি রাজ্যকে সংযুক্ত করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের ১৮ এপ্রিল উদয়পুরকে সংযুক্ত করা হয়, এরপর ১৯৪৯ সালের ৩০ মার্চ বিকানির, জয়পুর, জয়শলমির ও যোধপুরকে সংযুক্ত করা হয়। পরবছর ১৯৫০-এর ২৫ জানুয়ারি সিরোহিকে সংযুক্ত করা হয়। সর্বশেষে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর আজমির আবু ও সুনীল তাপ্পার কিছু অংশ নিয়ে মোট ২৬টি জেলা গঠন করে রাজস্থান প্রদেশের জন্ম হয়। যার আয়তন ছিল ৩,৪২,২৩৯ বর্গকিলোমিটার।

জম্বুদ্বীর তথা ভারত ভূখণ্ডের অতি প্রাচীন দেশ এই রাজস্থান। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহে রাজস্থানের প্রাচীন স্থানসমূহের উল্লেখ দেখা যায়। এসবে জয়পুর, ভরতপুর, আলোয়ার অঞ্চলের পরিচয় মৎস্যদেশ বলে। মহাভারতে মৎস্যদেশ ছিল বিরাট রাজার দেশ। এখানেই বিরাট রাজকন্যার সঙ্গে অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল।

বর্তমানে রাজস্থান প্রদেশের উত্তরে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা প্রদেশ, পশ্চিমে পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন থর মরুভূমি ও আরাবল্লী পর্বতমালা, আর দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালা। এই পর্বত ও মরুভূমির মধ্যেই রাজস্থানের রাজপুত জাতির বাস।

রাজস্থানবাসীরা প্রধানত রাজপুত, জাঠ, ভীল ও গুর্জর জাতির লোক। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ননীমাধর চৌধুরীর মতে, রাজপুতরা প্রাচীন ভারতের আদিম অধিবাসী নয়, তারা সিথিয়ান জাতির বংশধর। মেবারের শিশোদিয়া রাজবংশ কাথিয়াবাড়ের বলভী অঞ্চল থেকে এসেছিল বলা হয়। আবার এই বলভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কনক সেনকে কোনও কোনও পণ্ডিত কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের বংশধর বলে মনে করে থাকেন। কর্নেল টড তাঁর রাজস্থান গ্রন্থে রাজপুত ও জাঠদের একই জনগোষ্ঠীভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। স্যার হারবার্ট রজলের মতে, রাজপুত ও জাঠেরা শক ও সিযুচী জাতির বংশধর।

রাজস্থানের আদিবাসীদের জাতি ও জনগোষ্ঠী বিচারের ভার নৃতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, এখন দেখে নেওয়া যাক। মাড়োয়ারিরা। কখন কী ভাবে এবং কেন সুদূর পশ্চিম ভারত থেকে বাংলাদেশে এলেন আর স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। আমার একথা শুনে সকলে বলবেন যে, ওরা তো বেনিয়ার জাত, তাই বাংলায় ব্যবসা করতে এসেছে এবং এখানে তা করে যথেচ্ছ মুনাফা করে চলেছে। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয়। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আকবরের রাজত্বকালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে। মুঘল সম্রাট বাংলা জয় করলেন কিন্তু বাংলার 'বার ভুঁইয়া' অর্থাৎ বারজন জমিদারকে বশে আনতে পারলেন না। এই বার ভুঁইয়াদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ ছিলেন যশোরের প্রতাপাদিত্য রায়। অনেক চেষ্টা করে কয়েকবার অভিযান চালিয়েও তিনি যশোরকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলেন না, আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গির সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসে তিনি দেখলেন প্রধান সেনাপতি মানসিংহের প্রভাব সাম্রজ্যের সর্বত্র। তিনি চাইলেন রাজধানী দিল্লি থেকে মানসিংহকে দূরে রাখতে ও তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে খর্ব করতে। তিনি ভাবলেন মানসিংহকে যদি বাংলার বার ভুঁইয়া তথা যশোর জয় করতে পাঠানো যায়, তবে তাঁকে যেমন দিল্লি থেকে দূরে রাখা যাবে তেমনি জয় পরাজয় যাই হোক না কেন তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা খর্ব হবে। বাঙালিদের পরাক্রম তিনি নিজেই দেখেছেন, কারণ এর পূর্বে বাংলা বিজয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান সেনাপতি। যশোর জয় ও প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে দিল্লি আনবারজন্য তিনি মানসিংহকে আদেশ দিলেন। এই মানসিংহ শুধুই আকবর বা জাহাঙ্গিরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজপুতানার অম্বরের রাজা ও তাঁর সেনাবাহিনীতে যেমন মুসলমান সৈন্য ছিল তেমনি অকেন রাজপুত সৈন্যও ছিল।

সম্রাটের আদেশ মেনে মানসিংহ বাংলার বার ভুঁইয়াদের জয়করতে এলেন, কিন্তু এই জয়লাভ সহজে হল না। দীর্ঘ চার বছর ১৬০৮ খ্রিস্টাবেগ থেকে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বার ভুঁইয়াদের উপর আক্রমণ ও অবরোধ চালালেন। অবশেষে অনেক কৌশল ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করলেন কিন্তু পথে বারাণসীতে বন্দী অবস্থায় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হল। এটা গেল ইতিহাসের ঘটনা। এদিকে যে সব রাজপুতক সৈন্য বাংলায় এসেছিল, দীর্ঘ চার বছর বসবাস করবার ফলে বাংলার জল হাওয়া, সুন্দর পরিবেশ, প্রচুর ফসল, শস্য শ্যামল প্রান্তর তাদের মুগ্ধ করে। তারা বাংলাদেশকে ভালবেসে ফেলে। তাই যুদ্ধ শেষে মানসিংহ যখন স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সৈন্যদলের একাংশ বাংলায় বসবাস করতে মনস্থ করে। তাদের বেশীর ভাগই আশ্রয় নেয় বর্তমান বাংলাদেসের ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে। তারাই হলেন বর্তমান বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারিদের পূর্বসূরী। এবার দেখে নেওয়া যাক কীভাবে ও কখন ওই মাড়োয়ারিদের বংশধরেরা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় বসতি বিস্তার করলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং নবাবি আমলে বাংলার রাজধানী হওয়ায মুর্শিদাবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ রুজি রোজগার ও অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। এর ফলে ঢাকা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল মাড়োয়ারি ছিল তারা জীবনজীবিকা এবং নিজ নিজ অর্থনৈতিক বিকাশ ইত্যাদির জন্য মুর্শিদাবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে বসতি স্থাপন করলেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের পুরনো সমস্তমাড়োয়ারিই জৈন সম্প্রদায়, ভুক্ত। এদের পদবী ও উপাধি প্রধানত নওলাখা, নাহার, কোঠারি, শ্যামসুখা, শ্রীমল, দুগার, দুধোরিয়া, বাচওয়াত, সিংহী, বেদ, বোথরা, ভুরা, নাখাত, ছাদর, শোঠিয়া প্রভৃতি। এদের বেশীর ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করলেন, তবে কৃষিকার্য ও অন্যান্য পেশার সঙ্গেও অনেকে যুক্ত থাকেন।

এখন দেখে নেওয়া যাক কলকাতার বড়বাজার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কখনও কী ভাবে মাড়োয়ারিরা এলেন এবং নিজেদের অধিপত্য বিস্তার করলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী অঞ্চলের যেমন পতন শুরু হল তেমনি মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গুরুত্ব ও কমতে শুরু করল। ওই সময় থেকে ইংরেজদের অভ্যুদয়ের ফলে কলকাতার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।

ইতিহাস বলে যে, মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে তৎকালীন বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইস্ট নিন্ডয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে ব্যাবসাবাণিজ্যের অনুমতিত দিলেন। এর ফলে ইংরেজ বণিক জোব চার্নক কোম্পানির লোক জন নিয়ে ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট হুগলি নদী ধরে সুতানটীতে উপস্থিত হলেন। পরের বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, ডিহি কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি মেজার জমিদারী কিনলেন সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে। এর অব্যবহিত পরে জমিদারী সংরক্ষণ, নবাব ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারের সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্চাট মেটানোর জন্য তাঁরা নিজেদের একটি সৈন্যদল গঠন করলেন। এই সৈন্যদলের রসদ যোগাবার কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের জগৎ শেছের পূর্ব পুরুষেরা। দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে জগৎশেঠের পূর্বপুরুষেরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন। ওই কাজ পরিচালনার জন্য কিছু কর্মচারীরও প্রয়োজন ছিল। সেই সূত্র ধরে মুর্শিদাবাগ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ থেকে জগৎ শেঠের স্বজাতীয় পরিচিতজনেরা এসে হাজির হলেন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এই জগৎ শেঠ এ তাঁর পূর্বপুরুষরা মাড়োয়ারি ছিলেন এবং তাদের স্বজাতিপ্রীতি পূর্বে যেমন, ছিল, এখনও সমভাবে আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা থেকেই কলকাতার গুরত্ব বাড়তে লাগল। কলকাতা-তৎকালের কলিকাতা ভারতে র রাজধীনী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এই সুবাদে কাজ, শিল্প ও অর্থনৈতিক বিকাসের জন্য ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে মাড়োয়ারিরা এসে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসিত স্থাপন করলেন। এই জগৎ শেঠ ও তার পুর্বপুরুষেরা মাড়োয়ারি ছিলেন এবং তাঁদের স্বজাতি প্রীতি পূর্বে যেমন ছল এখনও সমভাবে আছে। সেই সূত্রেই ভারতবর্ষর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী এবং রাজপুতনার প্রচুর অধিবাসী সহ মোড়োয়ারিরা এসে বসবাস করতে শুরু করলেন কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁরা প্রধানত এসেছিলেন জীবন জীবিকার তাগিদে। কারণ রআজস্থানের রক্ষ ও মরুভাবাপন্ন জলবায়ুতে একেবারেই ফসল হচ্ছিল না। তাই প্রধানত পেটের দায়ে তাঁর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন এবং বেশীর ভাগই এলেন কলকাতা, তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও বাংলার অন্যত্র। লক্ষণীয় এখন যারা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী বাংলায় এলেন তাঁরা কেউই সৈনিক, যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয় ননন, তাঁরা প্রধানত কৃষক ও পশুপালক। এঁরা উদ্যমী কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। এই সময় আর এক দল কলকাতা ও বাংলাদেশে এসেছিলেন রুটিরুজির আশায়। এদের বলা হয় শেখাওতি গোষ্ঠী। রাজস্থানের বিকানির ও অবিভক্ত পুরনো পাঞ্জাবের কিছু অংশ নিয়ে শেখাওতি সুজানগর, ক্ষেতরি, বিথানী, লোহাড়, ধান্দুল, চাওয়া, সামায়, ফতেপুর, রতনগড়, ঝুনঝুন, চুরু, শিকার, পিলানী, লক্ষ্মণগড়, নওলগড়, মিমকাখানা প্রভৃতি স্থানগলি শেখাওতির অন্তর্গত। বর্তমানে বাংলার বিক্যাত যে বিড়লা গোষ্ঠী আছে, তাদের আদি বাস্থান গিলানী।

মাড়োয়ারিরা প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভিভকত-

(১) আগরওয়াল (২) মাহেশ্বরী (৩) অসওয়াল এবং (৪) সারাওগি। বাংলার মাড়োয়ারিদের মধ্যে সংখ্যায় সর্বাধিক আগরওয়ালরা। এই আগরওয়ালদেরআদি বাসভূমি ছিল বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের হিসার জেলার "অগ্রহী" গ্রামে। এদের আদি পুরুষ ছিলেন রাজা অগ্রসেন। এই রাজার নাকি সতেরটি ছেলে ছিল আর ওই সতেরটি ছেলের নামানুসারে আগরওয়ালরা সতেরটি গোত্রে বিভক্ত। এঁরা হলেন মিত্তাল, গোয়েল, গর্গ, জিন্দাল, সাহারা, সিংহাল প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় যে, সব আগরওয়ালই কিন্তু মাড়োয়ারি নন। বাংলার আগরওয়ালরা প্রধানত জন ও হিন্দু। জৈন মাড়োয়ারিরা বারটি বাগে বিভক্ত। এদেরমধ্যে চারটি সম্প্রদায় বিখ্যাত— (১) দিগম্বর-এরা কিন্তু কেউই উলঙ্গ থাকেন না। এঁরা মন্দিরে যান এবং পুজো করেন। (২) স্থানকবাদী-এঁরা মন্দির মানেন না এবং সে কারণে মন্দিরে যান না। (৩) তেরাপন্থী-এঁরা মন্দির মানেন না। কিন্তু গ্রন্থ মানেন ও পুজো করেন। (৪) মন্দিরমার্গী-এঁরা মন্দিরে যান এবং পুজর্চনা করেন। মাড়োয়ারি সমাজে হিন্দু বা জৈন সকলেই ভগবত বিশ্বাসী এবং ধার্মিক মানুষ। দীর্ঘকাল বাংলায় হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে অনেক জৈন মাড়োয়ারিও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব ও ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান করে থাকেন। জৈন মাড়োয়ারিরা প্রধানত মহাবীর জয়ন্তী, পরেশনাথ জন্মজয়ন্তী ও উৎসব এবং সমশ্রী অনুষ্ঠান করে থাকেন। এছাড়া হিন্দুদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান, যেমন জন্মাষ্টামী, শিবরাত্রি, দেওয়ালি, হোলি, নবরাত্রি প্রভৃতি পালন করে থাকেন।

বর্তমানে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চল প্রধানত মাড়োয়ারিদের ব্যবসাস্থল। আর কলকাতার সর্বত্রই এখন মাড়োয়ারিদের বাস, কলকাতার ব্যবসা জগত মাড়োয়ারিদেরই নিয়ন্ত্রিত বলা যায়। যেহেতু মাড়োয়ারিরা বিশেষ ভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত সেই জন্য তাঁদের বেনিয়া বলে তাকেন অনেকেই। কিন্তু এ ধারণাটি ঠিক নয়। ব্যবসা করলেই বেনিয়া হয় না। আর বেনিয়া শব্দটিও দেশীয় শব্দ নয়। তবে একটা ঐতিহাসিক কাহিনি আছে। যে সব মাড়োয়ারি ভাগ্য পরিবর্তন ও জীবিকার জন্য সুদূর রাজপুতানা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁদের হাতে যথেষ্ট নগদ পঁজি ছিল না। অল্প পয়সায় প্রথমে তাঁরা ছোটখাটো ব্যাবসা শুরু করেন। তখন তাঁদের কোনও দোকানঘর নেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। ওই সময় শহর কলকাতায় রাস্থায় ধারে প্রচুর বটগছ ছিল। মাড়োয়ারিরা তাদের অল্প অল্প পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেই সব বটগাচের তলায় বিক্রি করতেন। সাহেবরা বটগাছকে বলত 'বেনিয়ান ট্রি"। আর মাড়োয়ারিরা বটগাছকের তলায় বসে ব্যবসা বা পণ্য বিক্রি করত বলে ইংরেজরা তাদের বলত বেনিয়ান মার্চেন্ট। পরবর্তী কালে মার্চেন্ট কথাটি উঠে গিয়ে মাড়োয়ারিদের বলা হত "বেনিয়ান", আরও পরে বেনিয়ান থেকে বেনিয়া কথাটির উৎপত্তি হয়। তবে এই কাহিনির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

এবার বাংলা তথা কলকাতার মাড়োয়ারিদের পোশাক পরিচ্ছদের কথায় আসা যাক। এই সম্প্রদায়ের পুরষেরা ধুতি, কুর্তা বা জামা পরেন, মাথায় দেন পাগড়ি বা টুপি। এখন অবশ্য আধুনিক প্রজন্মের সকলেই প্যান্ট-শার্ট পরেন। মেয়েরা বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি পরেন। তবে মাড়োয়ারি মেয়েরা বিভিন্ন গহনা পরতে খুব ভালবাসেন।

এখানকার মাড়োয়ারিরা সকলেই নিরামিষাশী। ভালবাসেন প্রধানত আটার রুটি, ও লুচি খেতে। দুপুরে ভাত ও তার সঙ্গে রুটি বা লুচি। এছাড়া সব্জি, ডাল, দই, রায়তা, কুনি, আচার , চাটানি, পাপড়, মিষ্টি পছন্দ করেন। খেয়ে থাকেন ক্ষীর ও ডালের তৈরি মিষ্টি। নোনতা খাবারও এরা খুব পছন্দ করেন।

বাংলায় যে মাড়োয়ারিরা বিশেষ নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বিড়লাদের। এঁদের অন্যতম রাজা বলদেও দাস বিড়লা ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, বসন্ত বিড়লা, কে কে বিড়লা প্রমুখ। এছাড়া আছেন মাহেশ্বরী, আর. জালানরা—এঁদের মধ্যে বিখ্যাত সলিসিটার শ্যামানন্দ জালান ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গবর্নর ডঃ বিমল জালানের নাম করতে হয়। আর আছেন গোয়েঙ্কা পরিবারের হরিসিং, গোয়েঙ্কা, রামপ্রসাদ গোয়েঙ্কা প্রমুখ। অছেন কৈতান গোষ্ঠী, আছেন বাঙ্গুর পরিবার , পোদ্দার পরিবার।

ব্যবসাবাণিজ্য ব্যতিরেকে মাড়োয়ারিদের অন্য বিষয়েও অবদান কম নয়। বিড়লার বহু মন্দির তৈরি করেছেন যা প্রশংসার দাবি রাখে। কলকাতার প্ল্যানেটোরিয়াম, ইন্ডস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম ও বিড়লা পরিবারেরই অবদান। মাড়োয়ারিরা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন ও পরিচালনাও করে থাকেন। স্থাপন করেছেন বেশ কয়েকটি বিখ্যাত হাসপাতাল, ও নার্সিং হোমও। সেবার কাজেও তাদের অবদান অনস্বীকার্য, গরমে কলকাতায় তথা বিভিন্ন ধর্মস্থানে তৃষ্ণার্ত পথিকদের তৃষ্ণা দূর করে কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি। এছাড়া মাড়োয়ারিরা একসময় কয়লা খনি, জুট মিল টেক্সম্যাকোর মতো বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন করে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। রাজস্থান থেকে এলেও তাঁরা কলকাতা তথা বাংলার মানুষজনের কল্যাণের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছেন ও করে চলেছেন, সেজন্য তাঁরা বাঙালিদের নিতান্তই আপনজন।

(সৌজন্যে নবোত্থান)

দুর্বল হয়ে পড়া ফণী বাংলাদেশ অভিমুখে

ঝড়ের দাপটে একাধিক জেলায় মৃত ৫

ঢাকা, ৪ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় ফণী ভারতের ওডিশা ও পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হেনে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। শনিবার সকাল ৯ টা থেকে খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চল হয়ে উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় ফণীর কেন্দ্রীয় অংশ এদিন সকাল ১০টায় ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে অবস্থান করছিল।

এর প্রভাব পড়েছে সারা দেশে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ থেকে ৮৮ কিলোমিটার। ফণীর প্রভাবে রাজধানী-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফণীর আঘাতে শুক্রবার রাতে ও শনিবার সকালে নোয়াখালী, ভোলা, বরগুনা ও বাগেরহাটে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এদিন সকালে আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফণী আরও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে ঘূর্ণিঝড় আকারে শনিবার সকাল ৬ টায় সাতক্ষীরা, যশোর ও খুলনা অঞ্চল এবং এদের পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান করছিল।

এটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে এবং সারা দেশে দমকা-ঝড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাগর খুবই উত্তাল।

ভয়াল ঘূর্ণিঝড় ফণীর প্রভাবে মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

উপকূলীয় জেলা ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৬ নম্বর বিপদ সংকেত বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৪ স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্ম ীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৪ থেকে ৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

বাংলাদেশের পথে ঘূর্ণিঝড় ফণী

দিঘায় ভেঙে পড়ল প্রচুর গাছ, হাওড়া ও শিয়ালদহে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

কলকাতা ও খড়গপুর, ৪ মে (হি.স.): যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ঠিক ততটা তাণ্ডব দেখাল না ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'ঊ ওডিশাতে শক্তক্ষয় করে খড়গপুর অতিক্রম করে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'ঊ সেখানে তাণ্ডব চালানোর পর হুগলি জেলার আরামবাগের দিকে অগ্রসর হয় 'ফণী'ঊ রাত তখন ১২.৩০ মিনিট হবে, বঙ্গে ঢুকে পড়ে 'ফণী', সেই সময় হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটারঊ আলিপুর আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতার পাশ কাটিয়ে আরামবাগ, কাটোয়া হয়ে 'ফণী' প্রবেশ করেছে নদীয়ায়ঊ তারপর মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশ প্রবেশের পথে 'ফণী'ঊ শনিবার দুপুরের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে 'ফণী'ঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ 'ফণী'-র অবস্থান ছিল কলকাতা থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে।

ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র প্রভাবে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হয়ঊ সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটও ছিলঊ আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ফণীর প্রভাবে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় বৃষ্টি হবে।

ফণীর তাণ্ডবে খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছঊ শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে রাস্তা থেকে গাছ সরানোর কাজ।

এদিকে, আতঙ্ক কাটিয়ে শনিবার সকাল থেকে শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে স্বাভাবিক ছন্দে চলাচল করছে ট্রেনঊ হাওড়া ডিভিশনে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলছে ট্রেনঊ ইতিমধ্যেই সকাল ৯.৪৫ মিনিট থেকে কলকাতা বিমাবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান চলাচল শুরু হয়েছে।

শনিবার পশ্চিম থানার পুলিশ রাজধানীতে চোর চক্রের কয়েকজন পান্ডাকে আটক করে। ছবি- নিজস্ব।

সভার অনুমতি নিয়ে আশঙ্কা, ৯ মে বাঁকুড়া আসছেন নরেন্দ্র মোদী

বাঁকুড়া, ৪ মে (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৯মে বাঁকুড়া আসছেন নির্বাচনী প্রচারে।ওই দিন সকাল দশটায় বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে আইলাকান্দি এলাকায় কড়গাহিড়ে হেলিপ্যাড সংলগ্ন মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।বাঁকুড়া লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী ডা: সুভাষ সরকারের সমর্থনে তিনি এই জনসভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছে।একথা জানিয়ে ডা: সুভাষ সরকার বলেন এই সভার জন্য পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়েছে।হেলিপ্যাড ব্যবহারের জন্য ও অনুমতি নেওয়া হয়েছে।কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে উদ্ভূত পরিস্থিতির মতোই এখানের সভার অনুমতি নিয়ে অজানা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলীয় কর্মীরা।যে কোনও অজুহাতে সভা বানচাল করতে পারে শাসক দল বলে তাদের আশঙ্কা।এপ্রসঙ্গে সুভাষ বাবু বলেনকোচবিহারের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, বাকুড়াতে যোগী আদিত্যনাথের সভা বাতিল করা হয়, সম্প্রতি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সভার অনুমতি দেওয়া হয় নি এসব কথা মাথায় রেখে আমরা আগেভাগেই সভার অনুমতি নিয়েছি।তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন প্রধানমন্ত্রীর সভা হবেই, এব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে বাধ্যকরা হবে বলে সুভাষ বাবু জানান।

প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই দলীয় কর্মী মহলে জোর উদ্দীপনা তৈরী হয়েছে।এলাকায় এলাকায় প্রচার ও শুরু হয়েছে।২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামলিবাঁধে জনসভা করেন।তার সভায় ব্যপক উন্মাদনা দেখা দেয়।প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাগম হয় বলে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়।এবার সেই সমাগম ছাপিয়ে দু লক্ষ মানুষ হাজির হবেন বলে বিজেপি নেতৃত্বর আশা।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরকাশি, রিখটার স্কেলে কম্পাঙ্ক ৩.১

উত্তরকাশি (উত্তরাখণ্ড), ৪ মে (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলাঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.১ঊ শনিবার সকাল ৮.৩৭ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তরকাশি জেলায়ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৮.৩৭ মিনিট নাগাদ ৩.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশি জেলায়ঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ৩০.৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৮.২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ সাত সকালে ভূকম্পন অনুভূত হওয়ায় উত্তরকাশি জেলাজুড়ে এখন আতঙ্ক বিরাজমান।

ঘূর্ণিঝড় ফণী : ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী, সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ৪ মে (হি.স.): ওডিশাকে লণ্ডভণ্ড করার পর পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'। শুক্রবার সকালে পুরীর কাছে ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়ে 'ফণী'। 'ফণী'-র তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড পুরী ও ভুবনেশ্বরঊ ইতিমধ্যেই ওডিশায় 'ফণী'-র তাণ্ডবে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনেরঊ প্রশাসনের আশঙ্কা মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরও বাড়তে পারেঊ আহতের সংখ্যাও প্রচুরঊ এই পরিস্থিতিতে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এছাড়াও আগামী ৬ মে ওডিশায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকজীর সঙ্গে কথা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবেঊ' এছাড়াও ওডিশার রাজ্যপাল প্রফেসর গণেশি লালজীর সঙ্গেও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। অপর একটি টুইটে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'পরশু, ৬ মে সকালে আমি ওডিশা যাচ্ছি। ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র প্রভাবে আগামী ২৪ ঘন্টা ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর থেকে সমস্ত উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। আর তাই ওডিশার সমস্ত যাত্রীরা এই মুহূর্তে ব্যাঙ্কক-সহ অন্যত্র আটকে রয়েছেনঊ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুবনেশ্বরের বিজু পটনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগামী ২৪ ঘন্টা সমস্ত উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরের ডিরেক্টর সুরেশ হোতা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর থেকে ৪৮টি ফ্লাইট বাতিল করেছে ইন্ডিগো এবং গোএয়ার ছ'টি উড়ান বাতিল করেছে।

জিহাদি বধূ শামীমা বাংলাদেশে গেলে মৃত্যুদন্ড হবে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ মে (হি. স.) : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, ইসলামিক স্টেটের (আইএস) সঙ্গে জড়িত জিহাদি বধূ শামীমা বেগম যদি বাংলাদেশে গিয়ে হাজির হয়, তাহলে তার মৃত্যুদন্ড হবে। শুক্রবার লন্ডনে তিনি বলেন, সন্ত্রাসের প্রশ্নে বাংলাদেশ জিরো টলারেন্স বা একেবারেই বরদাস্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ধরনের অপরাধীর শাস্তি মৃত্যু। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক শামীমা বেগম মাত্র ১৫ বছর বয়সে সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি কুর্দি মিলিশিয়াদের হাতে ধরা পড়ার পর তিনি এখন সেখানে একটি বন্দী শিবিরে আটক রয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার তার নাগরিকত্ব বাতিল করেছে। কিন্তু কাউকে রাষ্ট্রবিহীন করা আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাপ- সে সময় এই বিতর্ক উঠলে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল শামীমা বেগম তার বাবা-মার সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ঞ্জ'শামীমা বেগমকে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শামীমা বেগমকে আমরা চিনি না। শামীমা বেগমের জন্ম ব্রিটেনে।

ব্রিটেনে বড় হয়েছে, শিক্ষা-দীক্ষা ব্রিটেনে। সে কোনওদিন বাংলাদেশে যায়নি। কখনও বাংলাদেশের নাগরিকত্বও চায়নি, তার বাবা-মাও ব্রিটিশ নাগরিক।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'শামীমা বেগমের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের এবং তাকে নিয়ে তারা কী করবে সেটা তাদেরই দায়িত্ব। আমাদের এর মধ্যে জড়ানো খুবই আশঙ্কাজনক।' এরপরও যদি শামীমা বেগম বাংলাদেশে গিয়ে হাজির হয়, তাহলে সরকার কী করবে? এই প্রশ্নের জবাবে আবদুল মোমেন বলেন, ঞ্জ'আইন অনুযায়ী শাস্তি দেব, জেলে নিয়ে যাব, সর্বোচ্চ শাস্তি হবে তার।

' কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তো আদালতের? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের আইনেই মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাসীদের ব্রিটেন কি করে? আমেরিকাতে তো তাদের সোজা গুয়ানতানামোবে বন্দী শিবিরে নেওয়া হয়। আর প্রথম কথা, তাকে (শামীমাকে) বাংলাদেশে ঢুকতেই দেওয়া হবে না।ঞ্জ' বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ঞ্জ'এই প্রশ্ন কেন উঠছে না যে, এই তরুণ তরুণীদের কারা ইরাক, সিরিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে? তাদেরকে কেন যেতে দেওয়া হচ্ছে? যাওয়ার সময় আটকায় না কেন? কারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে, টাকা-পয়সা দিচ্ছে? প্রশিক্ষণ দিচ্ছে? প্ররোচিত করছে?' বাংলাদেশে থেকেও তো অনেকে সিরিয়ায় গেছে, এই প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, ঞ্জ'বাংলাদেশ থেকে নয় অন্য দেশে বড় হওয়া বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অনেক ছেলেমেয়ে গিয়েছে।

'কোল্ড মিক্সে' রাস্তা, কর্মশালা করবে পুরসভা

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : সারা দেশ থেকে সড়ক নির্মাণের বিশেষজ্ঞদের এনে একটি কর্মশালা করবে কলকাতা পুরসভা। বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ও সুপারিশের ভিত্তিতে কোল্ড মিক্সের রাস্তা তৈরি করা হবে। এ কারণে প্রথমে একটি বা দু'টি রাস্তাকে বেছে নিয়ে 'পাইলট প্রজেক্ট' হিসেবে।পাকা সড়ক তৈরির জন্য অন্যতম উপাদান হল হট মিক্স। কলকাতা পুরসভা যা তৈরি করে পামার বাজার এবং গোরাগাছার হট-মিক্স প্রকল্পে। কিন্তু এই প্রকল্প থেকে লাগাতার দূষণ ছড়ানোর অভিযোগে মামলা দায়ের করেন সুভাষ দত্ত। সেই মামলার রায়ে জাতীয় পরিবেশ আদালত প্রকল্প দু'টি বন্ধ করে দিতে বলে। তার পর আদালতে গিয়ে অবিলম্বে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়ে দু'ধাপে আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত দু'টি হট-মিক্স প্রকল্প চালানোর শর্ত সহ অনুমোদন পায়। এর মধ্যেই পরিবেশবান্ধব কোল্ড-মিক্স প্রকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করে পুরসভা। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পরিবেশবান্ধব কোল্ড-মিক্স দিয়ে কোন রাস্তায় এই কাজ হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। কলকাতার রাস্তার সার্বিক পরিস্থিতি যা, তাতে সমস্ত রাস্তা কোল্ড মিক্স দিয়ে তৈরি করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন পুর-আধিকারিকরা। আবার হট-মিক্স প্ল্যান্ট আগের মতো চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

পুরসভার সড়ক বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য রতন দে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। যাঁর করা মামলার ভিত্তিতে হট-মিক্স প্রকল্প বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত, সেই সুভাষ দত্তও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মেরঠে বৃদ্ধের লালসার শিকার বহু নাবালিকা, মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার ২

মেরঠ, ৪ মে (হি.স.): এক-দুই মাস নয়, প্রায় দু'বছর ধরে উত্তর প্রদেশের মেরঠের সম্ভ্রান্ত এলাকায় নিজের বাড়িতেই বহু নাবালিকার সঙ্গে যৌন নির্যাতন চালিয়ে গিয়েছে পেশায় অবসরপ্রাপ্ত ইনসিওরেন্স এগজিকিউটিভ এক বৃদ্ধঊ বিপত্নীক ওই বৃদ্ধের কুকর্ম অবশেষে প্রকাশ্যে এলঊ অভিযুক্ত বৃদ্ধকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ওই বৃদ্ধ ছাড়াও আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শনিবার মেরঠের এসএসপি নীতিন তিওয়ারি জানিয়েছেন, 'মেরঠের জাগৃতি বিহার কলোনিতে অবস্থিত বাসভবনে নাবালিকা-সহ অনন্তপক্ষে ছ'টি মেয়ের সঙ্গে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে একজন বৃদ্ধকেঊ শীঘ্রই এফআইআর রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় আরও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ'জাগৃতি বিহার কলোনির ওই বাসভবনে জঘন্য কাণ্ড ঘুণাক্ষরেও টের পাননি প্রতিবেশীরাঊ সিসিটিভি সারাতে এসে কুকর্ম নজরে পড়ে একজন মেরামতকারীর। তিনিই পুলিশে খবর দেনঊ এরপরই তদন্তে নেমে অভিযুক্ত বৃদ্ধ বিমল চন্দকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক ২০ জন বাংলাদেশের নাগরিককে

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ মে (হি.স.) : আজ আরও ২০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে স্বদেশে পাঠিয়েছে ভারত সরকার। যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর আজ শনিবার বেলা প্রায় সোয়া দুটা নাগাদ দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলা সদরের আন্তর্জাতিক সীমান্তদ্বার সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে করিমগঞ্জ প্রশাসন। অবৈধভাবে ভারত ভূখণ্ড প্রবেশকারী ২০ জন বাংলাদেশির মধ্যে ১৯ জন শিলচর এবং একজন কোকরাঝাড় ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন।আজ যাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে তাঁদের মধ্য ১১ জন সিলেটের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা যথাক্রমে শেখর নমশুদ্র, সুজিতচন্দ্র দাস, ইকবাল হুসেন তালুকদার, মহম্মদ ইশাক আলি, আজিম উদ্দিন, সমীর আহমদ, আদমেদ উদ্দিন, চান্দ আলি, আব্দুল গফুর, আব্দুল লতিফ এবং আলিম উদ্দিন। এছাড়া রয়েছেন বাংলাদেশ মৌলভিবাজার জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের দ্বিগেনচন্দ্র দাস, রবীন্দ্র দাস, শাহ আলি মিঞা, ফারুখ মিঞা, ইব্রাহিম তালুকদার, হবিগঞ্জের সৌয়দ আল আমিন, গোপালগঞ্জের রবিউল সান্দার, কক্সবাজারের পরিমল জলদাস এবং আলোরানি দাস।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গুয়াহাটিতে বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনের হাতে বাংলাদেশে এই সকল নাগরিকদের বাড়িঘরের ঠিকানা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছিল। এর ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাঁদের নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের সবুজ সংকেত দিয়েছিল বাংলাদেশ। এরই ভিত্তিতে আজ এই সব বাংলাদেশিকে স্বদেশে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। এদিন সকালে সুতারকান্দিতে এসে সীমান্ত সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শেষ করে বেলা প্রায় সোয়া একটা থেকে তাঁদের বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এবং বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ অফিসারদের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে। এই ২০ জন বাংলাদেশিকে ভারত-বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ীই তাঁদের স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এঁদের ১৯ জন শিলচর এবং একজন কোকরাঝাড় ডিটেনশন ক্যাম্পে ছিলেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে যথাক্রমে ১০ এবং আটজন বাংলাদেশি নাগরিককে করিমগঞ্জের কুশিয়ারা এবং সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে তাঁদের স্বদেশে পাঠানো হয়েছিল। তার পর চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি আরও ২১ জন বাংলাদেশিকে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিল ভারত সরকার।

ছয়ের পাতায়

পুরসভার ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিল তিন হাজার মানুষ

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.) : ফণীর মোকাবিলা করতে পুরসভার স্কুলগুলিতে যে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, তাতে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় তিন হাজার মানুষঊ কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের ১৬টি বরোতে এই ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।এক ফুটপাথবাসী জানান, "ঝড়ের সময় রাস্তায় থাকলে আমরা বাঁচতাম না। ভেবেছিলাম আমরা আর বাঁচব না। কাউন্সিলরের সাহায্যে এখানে আশ্রয় পেয়েছি। খাবারেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে পুরসভার ভাইয়েরা"।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘণ্টায় প্রায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হওয়ার কথা ছিল। তবে বাংলার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে ফণীঊ কিন্তু সেই আগাম

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র প্রভাব : বাড়ি-ঘর চাপা পড়ে মৃত্যু ৫ জনের, পরিণত হয়েছে গভীর নিম্নচাপে

ঢাকা, ৪ মে (হি.স.): বাংলাদেশের চারটি জেলায় ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'-র প্রভাবে বাড়ি-ঘর চাপা পড়ে অকালেই প্রাণ হারালেন ৫ জনঊ বাংলাদেশের নোয়াখালীর সুবর্ণচরে একজনের মৃত্যু হয়েছে, বরগুনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন এবং ভোলায় একজন ও পটুয়াখালীতে একজনের মৃত্যু হয়েছেঊ পৃথক ঘটনায় আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৩৪ঊ প্রশাসন সূত্রের খবর, বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় নুরজাহান বেগম (৬০) এবং তাঁর নাতনি জাহিদুল ইসলাম (৮)-এরমৃত্যু হয়েছেঊ ভোলায় প্রাণ হারিয়েছেন রানী বেগম নামে একজন মহিলাঊ এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঘর-বাড়ি ভেঙে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছেঊইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপের রূপ নিয়েছে 'ফণী'ঊ 'ফণী' গভীর নিম্নচাপের রূপ নিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে চলেছেঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ 'ফণী'-র অবস্থান ছিল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে, এরপর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে পূর্ব-উত্তর পূর্ব অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেঊ আগামী ছ'ঘন্টায় আরও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে 'ফণী।

বুদবুদে ফণীর দাপটে গাছ ভেঙে বিপত্তি

দুর্গাপুর, ৪ মে (হি. স.) : সাইক্লোন ফণীর দাপটে পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদ অ্যামুনিশেন রোডে প্রাচীন বট গাছ ভেঙে বিপত্তি। বট গাছটি ভেঙে পড়ে একটি ট্যাক্সি ও সংলগ্ন একটি সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকানে। ট্যাক্সিটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দোকানটিও ভেঙে যায়। পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। গোটা এলাকায় বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ছয়ের পাতায়

হোদো উপদ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ৪ মে (হি. স.) : ফের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া। শনিবার উত্তর কোরিয়ার পূর্বাঞ্চলের হোদো উপদ্বীপে চালানো হয় এই পরীক্ষা। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার সকাল ৯.০৬ মিনিট নাগাদ পূর্বের দিকে মিসাইলটি লঞ্চ করা হয়। আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া এই মিসাইলটি নিয়ে আরও তথ্য অনুসন্ধানে নেমেছে বলে জানাচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। প্রসঙ্গত, আমেরিকা এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে, আর তারই মধ্যে দ্বিতীয়বার মিসাইল পরীক্ষায় নামল উত্তর কোরিয়া। ফেব্রুয়ারিতে কিম জং উন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ভিয়েতনামের হানোইয়েতে কথাবার্তা হয়। এর আগেও বড় পরিসরের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা এবং ক্রুজ মিসাইল উৎক্ষেপণের জন্য হোদো উপদ্বীপকে ব্যবহার করা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হার্টের সমস্যাকে দূরে রাখতে চান ? সাবধানতা চাই ছোটবেলা থেকেই

ডাঃ শুভ্র ব্যানার্জি

হার্টের সমস্যাকে দূরে রাখতে হলে সাবধান হতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। আমরা জানি হার্টের সমস্যা প্রধান ডেকে আনে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। শরীরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে গেলে করোনারি ধমনিতে সেই চর্বি আর অন্যান্য কিছু জিনিস জড়ো হয়ে তৈরি করে প্লাক। করোনারি ধমনির মুখ সরু হয়ে যায়। সেই পথে রক্তপ্রবাহে বাধা পড়ে। তখন হার্টে রক্ত সরবরাহ ঠিক মতো হয় না। হার্ট ঠিকমতো অক্সিজেন আর পুষ্টি পায় না। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে।

ছোটদের সাবধানতা

বড় বয়সে হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য হার্টের যত্ন নিতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। ছোটরা তো আর পারবে না, তাই সচেতন হতে হবে তাদের বাবা মায়েদেরই। মনে রাখতে দ্রহনবে নিয়ন্ত্রণের অভাবে ধমনিতে প্লাক জমা শুরু হয় ৯-১০ বছর বয়স থেকেই। অবশ্য প্লাকের আগে তৈরি হয় ফ্যাটি স্টিক। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ভবিষ্যতে এর থেকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।

স্থূলতা হল আসল সমস্যা

সারা বিশ্ব জুড়ে চাইল্ডড ওবেসিটি এখন একটা বড় সমস্যা। বাড়ন্ত বাচ্চাদের সুষম খাবার খাওয়া দরকার। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলেই বিপদ। অনেক মা আমার বাচ্চা রোগ বলে অভিযোগ করেন, কিন্তু রোগা থাকা মোটা হওয়ার থেকে ভালো।

ছোটরা কী খাবে

ছোটরা অবশ্যই সুষম খাবার খাবে, কারণ তাদের বাড়ের বয়স। সেই খাবারে কার্বোহাইড্রেট , প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস থাকবে। থাকবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। কিন্তু খাবারের কোয়ালিটি ঠিক রাখতে হবে। কোয়ান্টিনিট যেন বেশি না হয়। দেখতে হবে বাড়তি খাওয়া যেন অভ্যেস না হয়ে যায়। যেমন ছোটবেলা থেকে যদি পাতে বাড়তি নুন নিয়ে খাওয়ার বা নোনতা খাবার খাওয়ার অভ্যেস তৈরি হয়ে যায় তাহলে মুশকিল। বড় হয়ে হাইপারটেনশন অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপে বাড়তি নুন একদমই চলে না। আর উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ায়।

আর একটা সমস্যা হল জাংকফুড, চকোলেট, কোল্ডড্রিংকস, আইসক্রিম বেশি খাওয়ার অভ্যেস। এগুলো হল এনার্জি রিচ খাবার- ক্যালারি খুব বেশি থাকে। ছোটরা এগুলো পছন্দ করে। একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু অনবরত এই ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। একবার এই ধরনের মুখরোচক খাবার খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেলে ২৪-২৫ বছর বয়স হয়ে গেলেও এগুর্লো ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এইভাবে ওজন বাড়ে, হার্টের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে।

নিয়মিত খেলাধূলো, ব্যায়াম করা এখানকার বাচ্চারা শুধু ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবারই খায় না, তারা শারীরিক পরিশ্রম করে না বললেই হয়। অবশ্য তাদের সময়ই বা কোথায়। কিন্তু পড়াশোনা তো আগেও ছিল। এখন ছোটরা পড়াশোনার ফাঁকে অবসর সময়টা কাটায় টিভি দেখে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ফেসবুক, কম্পিউটার করে। একেবারে সিডেন্টারি বা শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাত্রা। আর এসবের সঙ্গে টুকটাক জাংকফুড খাওয়াও চলে। ছোট থেকে ওদের খেলাধূলার অভ্যেস করাতেই হবে। যার যেমন ভালো লাগে। মেয়েদেরও এই অভ্যেস করাতে হবে। খেলাধূলো মানে শুধু তো ফুটবল, ক্রিকেট নয়- সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, কিছু না হোক সবুজ মাঠে খানিক দৌড়ানো। নিয়ম করে ভোরবেলা দৌড়ানো অভ্যেস করলে বড় হয়েও সেটা থেকে যাবে। যে ক্যালরি শরীর ঢুকছে সেটা ঝরানোও তো দরকার। তাছাড়া যোগাসনও করা যায়। একেবারে ছোটরা না হয় পার্কে গিয়েই শারীরিক অন্য কোনও সমস্যা না থাকলে ছোট বয়সের ব্যায়ামটা একটু ভারীর দিকেই হওয়া ভালো।

ছোটদের কী চেকআপ দরকার

একদম ছোটদের দরকার নেই। প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার সময় শিশু চিকিৎসক তো তাদের দেখছেনই। তবে পরিবারে যদি সাডন কার্ডিয়াক ডেথ, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাকে তাহলে বছর কুড়ি বয়স থেকেই মাঝে মাঝে চেকআপ করানোর দরকার।

মহিলারাও সচেতন হোন

প্রচলিত ধারণা হল মধ্যবয়স পর্যন্ত মহিলারা হার্টের সমস্যা থেকে সুরক্ষিত থাকেন— তাদের হার্ট অ্যাটাক হয় না। এই ধারণাটা ভুল। মেনোপজের আগে মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে বটে কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, ডায়াবেটিস থাকলে, ওজন খুব বেশি বলে হরমোনের নিরাপত্তা বলয় সবসময় রক্ষা করতে পারে না। আর একটা মুশকিল হল মহিলাদের হার্টের সমস্যা দেখা দেয় অ্যাটিপিকাল সিম্পটম নিয়ে। অর্থাৎ আমরা হার্টের সমস্যার লক্ষণ বলতে যা বুঝি তা হয় না। মহিলাদের ক্ষেত্রে পেটে অস্বস্তি, অ্যাসিডিটিরভাব, একটুতে ক্লান্ত লাগা, হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন— এ ধরনের লক্ষণ হার্টের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। কাজেই এসব লক্ষণ দেখা দিলে মহিলারা অবশ্যই সতর্ক হবেন। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রেগনোসিস অর্থাৎ চিকিৎসাার ফল পুরুষদের তুলনায় কম ভালো। তাই সাবধান হতে হবে আগে থেকেই। কাজেই পেটে খুব অস্বস্তি, ঘাম, বুক ধড়ফড়— এগুলোকে অবহেলা করবেন না। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

মাঝবয়সের ডায়েট

ডায়েট স্বাভাবিক হবে। বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার খাবেন না। ওজন কম রাখতে হবে।

ব্যায়াম

মধ্যবিত্ত মহিলারা চাকরির ক্ষেত্রে সচরাচর খুব একটা শারীরিক পরিশ্রম করেন না। যারা ঘরে থাকেন তারা অনেক কাজ করেন। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক ব্যায়াম বলা চলে না। শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করলে চলবে না। বরং ঘর মোছা ভালো ব্যায়াম। নিয়মিত হাঁটা খুবই ভালো ব্যায়াম। যোগাসনও করা যায়। শেষ করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। মেনোপজের পরে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা এইচ আর টি করালে হার্ট তেমন কোনও সুরক্ষা পায় না।

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম

ডাঃ শুভ্র প্রকাশ মল্লিক

অনেকে পেটে ব্যথায় ভোগেন। এই পেট ব্যথা মাঝে মাঝেই হয়। আর ব্যাথার কারণ অনেক সময় বিছানানো আশ্রয় নিতে হয়। এই পেট ব্যথা হতে পারে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম-এর কারণে।

আই বি এস-এর কারণ

বেশিরভাগ চিকিৎসক মনে করে খুব বেশি শারীরিক এবং মানসিক চাপই এর কারণ। তাছাড়া খুব বেশি চিন্তা করলে সমস্যায় বেশি পড়তে হয়। আমাদের রোজকার ডায়েটের সঙ্গেও বাওয়েল ফাংশনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। গবেষণায় দেখা গেছে যারা আই বি এস এ ভোগেন তারা ডায়েটে সামান্য পরবির্তন করলেই বাওয়েল ওয়ালের পেশির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। তখনই পেশিতে মোচড় দেয় আর তখনই হয় পেটে ক্র্যাম্প আর ডায়রিয়া। আবার ঠিক উল্টো হলে পেশিগুলি অতিরিকক্ত ছিলে হয়ে যায়— ফলে হয় পেট ভার এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

আবার বেশি বা অতিরিক্ত কম ফাইবার বা অতিরিক্ত ফ্যাট বা বেশি মশলাযুক্ত খাবার খেলেও বাওয়েল পেশিগুলোর কাজকর্মে সমস্যা দেখা দেয়।

তবে এই ধরনের খাবার সহ্য করার ক্ষমতা একেকজনের একেকরকম। কারও কারও ড্রিংক, স্মোকিং, বেশি চা, কফি খেলেও অসুবিধা দেখা দেয়।

মাঝে মাঝে আই বি এস-এর উপসর্গ দেখা দেয় গ্যাস্ট্রো এন্টারোটাইটিস বা ফুড পয়েজনিং-এর পর অথবা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স খাওয়ার পর। কারণ এই সময় পেটের ভেতর স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য হারিয়ে যায়। তবে এটা খুবই কম দেখা যায়।

উপসর্গ

এই রোগের উপসর্গ নানারকম হতে পারে। হতে পারে ডায়রিয়া থেকে অসহ্য পেট ব্যথা পর্যন্ত।

প্রথমে হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, তারপর যখন তখন বাথরুমে যেতে হতে পারে, পরে সেটাই ডায়রিয়ার আকার ধারণ করতে পারে। সবসময় মিনে হয় পেট ঠিকমতো পরিস্কার হল না। তাই বারবার পায়খানা করার চেষ্টা চালাতে হয়। কারও কারও আবার ঘন ঘন বাথরুমে দৌড়াতে হয় যখন তখন বেগ আসার দরুন।

আই বি এস পেট ব্যথা অনেকটা কলিক ব্যথা সংক্রমণ ধরার মতো হয় এবং পেটের যে কোনও অশংশে এই ব্যথা হতে পারে। তলপেটের বা দিকটায় বেশিরভাগ ব্যথাটা হয়। অনেকের কনস্টিপেশন হলে ভীষণ পেটে ব্যথা হয়। মলত্যাগ বা বায়ুত্যাগের পর কিছুটা আরাম বোধ হয়। এই সময়কার অম্বল জাতীয় শারীরিক গণ্ডগোলের উপসর্গ অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

এছাড়া এর ফলে পেটে গ্যাস হয় এবং পেট ভারা হয়। মাঝে মাঝে পেটে নানারকম আওয়াজ হতে পারে। সকালের দিকে ডায়রিয়া হয় সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে মলদ্বারে ব্যথা, পায়খানার সঙ্গে কিংবা তাছাড়া মিউকাস নির্গমন, বুক জ্বালা, ঢেঁকুর ওঠা, বমিভাব উল্লেখযোগ্য। এগুলি যখন ভীষণভাবে দেখা দেয় তখন অখিদে দেখা যায়। খিদে পায় না, পেটটা বেলুনের মতো লাগে।

রোগ নির্ণয়

এখনও পর্যন্ত এই রোগের সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি নেই। এটি এমনই একটি রোগ যা প্রসেস অব এলিমিনেশন দ্বারা নির্ণয় করতে হয়। কম বয়সিদের যাদের অল্প স্বল্প উপসর্গ দেখা দিয়েছে তাদের প্রথমে কোনওরকম টেস্ট না করলেও চলে, উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করা যায়। যদি কালো রঙের পায়খানা হয়, বমিভাব হয় অথবা অস্বাভাবিক ওজন কমে যায়— তবে বয়সের চিন্তা না করে অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

সাধারণ-৪০ এর উপরে মানুষদের বাওয়েল সিস্টেমে কোনও পরিবর্তন হলেই কিছু পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো। টেস্টগুলি উপসর্গের উপর নির্ভর করে ঠিকই, তবে প্রথমে ব্লাড টেস্ট এবং স্টুল টেস্ট করিয়ে নেওয়াই যায়। বেরিয়াম এক্স-রে করানো যায়। তবে আজকাল এক্স-রে পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোলোনোস্কোপি করা হয়ে থাকে। আই বি এস এর উপসর্গ অস্বস্তিকর হলেও এটি মারাত্মক নয়। এর সহজে কোনও উপসর্গ নেই ঠিকই তবে রোগীর উপসর্গ ঠিকমতো বুঝে চিকিৎসকের সাহায্যে অনেকটা সমস্যার সমাধান হয়। শুধু ভয় না পেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

রোগীর করণীয়

একটি স্বাস্থ্যকর, ব্যালেন্সড ডায়েটের ভীষণ প্রয়োজন। একটি ফুড ডায়েরি করে কী কী খেলে আপনার অসুবিধা হয় লিখে রাখলে সেটি পরে আপনার কাজে লাগবে।

রিচ, ফ্যাটি ফুড এবং মশলাযুক্ত খাবার, পাউরংটি, কফি, অ্যালকোহল, দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ খেলেও অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে। রাত্রে খুব বেশি খাবার খাওয়া উচি নয়। শাঁসযুক্ত খাবার খাবেন। বিশেষত কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা থাকলে। তবে কোনও খাবারই খুব বেশি খাবেন না। তাহলে পেট খারাপ হতে পারে। আই বি এস-এর উপসর্গ বেড়ে যায় বেশি পরিশ্রম বা চিন্তা ভাবনা করলে, জীবনযাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন আনলে, বেশি চিন্তাভাবনা না করলে এগুলি দূর হওয়া সম্ভব। নিয়মিত ব্যায়াম করা অত্যন্ত জরংরি। হালকা ব্যায়াম যেমন হাঁটা, জগিং বা সাঁতার কাটা দরকার।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না রোগীর চিকিৎসা করে। যে কোনও ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে তবে সচরাচর যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি- নাক্সভোমিকা, কলোসিন্থ, পালসেটিলা, মার্কসল, লাইসোপডিয়াম, কার্বোভেজ প্রভৃতি। তবে কখনওই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তার অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন।

৯ ডলারে কম্পিউটার

'বেয়ারবোন মাইক্রোকম্পিউটার'-এর বাজারে যোগ হয়েছে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। ৯ ডলার নতুন বেয়ারবেন মাইক্রোকম্পিউটার 'চিপ' নিয়ে এসেছে নেক্সট থিং করপোরেশন। জনপ্রিয় বেয়ারবোন মাইক্রোকম্পিউটার রাসবেরি পাই ২ এর থেকেও আকারে ছোট এটি। প্রযুক্তি বিষয়ক সাইট ম্যাশএবল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রাসবেরি পাইয়ের মতোই কিবোর্ড, মাউস আর ডিসপ্লে জুড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর পিসি চালানো যাবে চিপ। এমনকি হ্যাক করে রেটরো গেইমিং ইমুলেটর হিসেবে বা রোবট তৈরিতেও ব্যবহার করা যাবে এটি। কম্পিউটার হিসেবে শক্তিশালী বলা যাবে না চিপকে। তবে একেবারে দুর্বলও নয় এটি। ১ গিগাহার্টজের অলউইনার এ ১৩ প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম আর ৪ গিগাবাইটের ইন্টারনাল ফ্ল্যাশ মেমোরি আছে এতে। যাতে বিভিন্ন অ্যাপ চালানো আর ওয়েব ব্রাউজী করা যাবে অনায়াসে। ইউএসবি পোর্ট, মাইক্রো ইএসবি পোর্ট আর মাইক্রোফোন জ্যাক আছে এতে।

কম্পোজটি কেবলের মাধ্যমে ভিডিও আউটপুটের কাজেও ব্যবহার করা যাবে মাইক্রোফোন জ্যাকের পোর্ট। আছে ওয়াই-ফাই ও ব্লুটুথ ৪.০ সংযোগ সুবিধা। লিনাক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে চলবে চিপ। এইচডিটিভি বা আধুনিক কম্পিউটার ডিসপ্লের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইলে প্রয়োজন হবে আলাদা এইচডিএমআই অথবা ভিজিএ অ্যাডাপ্টার। কিকস্টার্টার ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চিপ এর জন্য তহবিল সংগ্রহ করছে নেক্সট থিং করপোরেশন। ক্যাম্পেইনের ২৯ দিন বাকি থাকতেই ৫০ হাজার ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আশা করা হচ্ছে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণ শুরু হবে মাইক্রোকম্পিউটারটির।

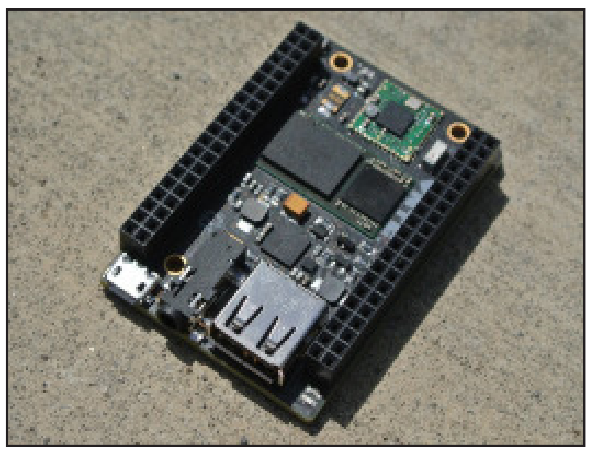

অ্যাপল ওয়াচে ওয়েব ব্রাউজিং জঘন্য

টেক জায়ান্ট অ্যাপলের তৈরির স্মার্টওয়াচ অ্যাপল ওয়াচে ওয়েব ব্রাউজ করার শখ হয়তো অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু ব্রাউজ করার সুযোগ মিললে আশাহত হতে পারেন ব্যবহারকা 'কোমেক্স' ছদ্মনামের এক ডেভেলপার সম্প্রতি অ্যাপল ওয়াচে সাফারি ব্রাউজার চালানোর এক ভিডিও প্রকাশ করেছেন। আর ওই ভিডিও অনুযায়ী অ্যাপল ওয়াচে ওয়েব ব্রাউজিং ব্যবহারকারীকে খুশির কোনো অভিজ্ঞতা দেবে না। প্রযুক্তিবিষয়ক সাইট ম্যাশএবল জানিয়েছে, আইফোন জেইলব্রেক টুল জেইলব্রেকমি তৈরির জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত কোমেক্স। পরবর্তীতে অ্যাপেলে চাকরিও পান ছদ্মনাম ব্যবহারকারী এই ডেভেলপার। অ্যাপল ওয়াচে সাফারি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করলেও এই বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেননি তিনি। কোমেক্সের ওই ভিডিও অনুযায়ী বাড়তি কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই অ্যাপল ওয়াচে সাফারি ওয়েব ব্রাউজার চালানোর উপায় খুঁজে বের করেছেন তিনি। অ্যাপল ওয়াচে সাফারি ব্রাউজার থাকলেও সহজে অ্যাকসেস করা যায় না এটি। ওই ভিডিওর ভিত্তিতে ম্যশবল জানিয়েছে, অ্যাপল ওয়াচে ওয়েব ব্রাউজিংয়ের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। এতে ব্রাউজার স্কিনের ছোট একটা অংশ দেখা যায়। সেই সঙ্গে কিবোর্ডের অভাব ব্রাউজারকে অনেকটাই ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলেছে বলে জানিয়েছে সাইটটি। আদতে সাফারি ব্রাউজারের মতো দেখতে কোনো অ্যাপ তৈরি করে তা ব্যবহার করেছেন বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কোমেক্সের সমালোচনাকারী। এক ট্যুইটে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কোমেক্স। না, ওয়াচকিট এভাবে কাজ করে না। বলেন কোমেক্স।

শনিবার এসএফআই ডেপুটেশন প্রদান করেন পুলিশ সদর কার্যালয়ে। ছবি- নিজস্ব।

ত্রাণ শিবিরেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন সায়ন্তন বসুর কাছে

বসিরহাট, ৪ মে (হি.স) : ফণী আতঙ্কে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে শনিবার দেখা করতে যান বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু। ত্রাণ শিবিরে সাহায্য থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে দুর্নীতি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে সায়ন্তন বসুর কাছে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিলেন হাড়োয়ার মধ্য কাহার পাড়ার বাসিন্দারা।ফণীর আগাম সর্তকতার কারণে আগে থেকেই গ্রাম ছেড়ে হাড়োয়া গোপালপুর পপুলার একাডেমিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন গোপালপুর এক নম্বর পঞ্চায়েতের মধ্য কাহারপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার পপুলার একাডেমীর অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে যান বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু।

ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে সায়ন্তন বসুর সামনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন সন্ধ্যা কাহার, পার্বতী কাহারদের মতো গ্রামের মহিলারা। গোপালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য ও পূর্ব কাহারপাড়া এলাকায় অধিকাংশ বিপিএল তালিকা ভুক্ত মানুষের বাস থাকা সত্ত্বেও বেশীরভাগ পরিবারকে দেওয়া হয়নি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর। যার ফলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় আগে থেকেই ঘর ছাড়তে হয় গ্রামবাসীদের। এমনকি ফণী আতঙ্কে স্থানীয় স্কুলে আশ্রয় নিলেও তাদের ত্রাণের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন পরিমল কর নামে এক গ্রামবাসী।

গ্রামবাসীদের অভিযোগের বিষয়ে নিয়ে কথা বললে সায়ন্তন বসু বলেন, ঙ্র'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দিতে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা করে চাওয়া হয়েছে বলে জানালেন আমাকেঙ্র'। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণ করতে সমস্ত পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হবে বলে জানান সায়ন্তন বসু। সেই সঙ্গে ত্রাণ শিবিরের মানুষের সাহায্যের জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

কলকাতায় ফণী-র প্রভাব বেনিয়াটোলায় ভেঙে পড়ল টালির বাড়ির চাল, আহত ৫ জন

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.): ওড়িশায় তাণ্ডব চালানোর পর পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে শক্তিহারা 'ফণী। গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে দাপট দেখালেও কলকাতায় 'ফণী'-র বিশেষ প্রভাব পড়েনিঊ প্রভাব তেমন না পড়লেও, ঝড়-বৃষ্টির দাপটে শনিবার ভোররাতে কলকাতার বেনিয়াটোলা স্ট্রিটে ভেঙে পড়ে একটি টালির বাড়ির চালঊ সেই সময় ওই বাড়িতে পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন, আহত হয়েছেন পাঁচজনইঊ তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও কাঁকুড়গাছি ও নারকেলডাঙায় গাছ উপড়ে পড়েছে। যাদবপুর, গ্রাহাম রোড ও সার্দান অ্যাভিনিউতে বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই পুরসভার কর্মীরা রাস্তা পরিস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, ঝড়ের তাণ্ডবে ১২টি বাড়ি ভেঙে পড়েছেঊ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮২৫টি বাড়িঊ বিদ্যুৎহীন বেশ কিছু এলাকা। দিঘা এবং মন্দারমন্দির পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে।

'ফণী'-র প্রভাবে এখনও স্বাভাবিক হয়নি দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা। তবে, স্বাভাবিক রয়েছে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। রেল সূত্রের খবর, ওড়িশার উপর থেকে আপাতত কোনও ট্রেন চলছে নাঊ তাই দক্ষিণভারতগামী অধিকাংশ ট্রেন এদিনও বন্ধ রয়েছে। তবে, হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে শনিবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে চলাচল করছে লোকাল ট্রেন। যদিও, অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন লোকাল ট্রেনে যাত্রীদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিলঊ সকাল থেকে স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবাও।

পশ্চিমবঙ্গেও 'মার্চ ফর সায়েন্স'-এর কর্মসূচি

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : বিশ্বজুড়ে শনিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে মার্চ ফর সায়েন্স-এর কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গের 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি' বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায়।শনিবার বিকেলে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানী, গবেষক, অধ্যাপক সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রেমী মানুষ এখানে উপস্থিত থাকবেন। আহ্বায়ক সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আশিষ সামন্ত এদিন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমাদের দেশে এই সময় লোকসভা নির্বাচন থাকার কারনে এই বিশেষ দিবসের কর্মসূচি নির্বাচনের পরে কার্যকর করব। আপাতত বিশ্বজুড়ে আজকের মার্চ ফর সায়েন্সকে সংহতি জানিয়ে আমরা এই পদযাত্রার আয়োজন করেছি।"

আশিসবাবু এদিন বলেন, আমাদের মূল প্রতিবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান নীতির বিরুদ্ধে। এই সঙ্গে, এটাও স্বীকার করছি, রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বিজ্ঞান-গবেষণা ও এই ক্ষেত্রের বিকাশে যে রকম ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল, তা নেওয়া হয়নি। তবে, আমাদের মূল প্রতিবাদ বিজ্ঞান গবেষণায় তহবিল সঙ্কোচন এবং জাতীয় স্তরে নীতি-নির্ধারণে অবৈজ্ঞানিক নানা মতকে প্রাধান্য দেওয়ার। আশিসবাবুর বক্তব্য, "বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের প্রচারের বিরুদ্ধে ২০১৭ থেকে জাতীয় স্তরে 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি' বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে শুরু করেছে।

সে বছর আগস্টে, গত বছর এপ্রিলে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা কলকাতায় সমবেত হয়ে তাঁদের প্রাসঙ্গিক মতামত রেখেছেন। এবারেও বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা আনতে নির্বাচনের পর অনুষ্ঠান হবে।

ভারতের নির্বাচনের পরই তিস্তার সমাধান হয়ে যাবে : আশাবাদী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ মে (হি. স.) : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে উষ্ণতম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার লন্ডনে বলেন, সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় সে দেশের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতাদের সঙ্গে তার যে বৈঠক হয়েছে তাতে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সব ব্যাপারে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন।আবদুল মোমেন বলেন, 'দু''দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যে পরিপক্কতা তা পৃথিবীর খুব কম প্রতিবেশী দেশের মধ্যে আছে।ঙ্র' তাহলে কেন এখনও তিস্তা নদীর জলবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি হতে পারছে না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি আশা করেন যে ভারতের নির্বাচনের পর তিস্তাসহ অমীমাংসিত বিষয়গুলির সমাধান হয়ে যাবে। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ বিষয় নিয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ভারত আমাদেরও বন্ধু, মায়ানমারেরও বন্ধু। রোহিঙ্গারা যেন তাদের দেশে ফেরত যেতে পারে সে জন্য যা করা দরকার ভারত করবে বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছে। চিন বাংলাদেশে কিছু অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী কিন্তু ভারতের তা নিয়ে আপত্তি আছে - এমন অবস্থায় কীভাবে দু''দেশের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে - এ প্রশ্ন করা হলে আবদুল মোমেন বলেন, চিন ও ভারতের দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। তাঁর ভাষায়, বাংলাদেশ তার নিজের জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করেই এ ধরণের প্রকল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।

ফণীর আতঙ্ক কাটিয়ে ফের ছন্দে কলকাতা বিমানবন্দর

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.) : ফণীর আতঙ্ক কাটিয়ে ফের ছন্দে ফিরল কলকাতা বিমানবন্দর। ঘূর্ণিঝড় ফণীর ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচতে বন্ধ রাখা হয়েছিল কলকাতা বিমানবন্দর। তবে ফণীর প্রভাব কাটতেই শনিবার সকাল আটটা থেকে ফের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এল কলকাতা বিমানবন্দর। স্বাভাবিক নিয়মেই শুরু হল যাত্রী পরিষেবা। নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক কলকাতা বিমানবন্দর শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছিল। ফণীর হাত থেকে বাঁচতে শুক্রবার বিকেল চারটে থেকে সব উড়ান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বন্ধ করা হয়েছিল। বাতিল করা হয় ২২৭ বিমান। ওই সময়কালে কোনও বিমান ওটা নামা করবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফণীর জেরে রাজ্যে জারি করা হয়েছিল চূড়ান্ত সতর্কতা।কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০ ঘন্টা ৩০ মিনিট বন্ধ থাকবে কলকাতা বিমানবন্দর। অভিযোগ, কলকাতা বিমানবন্দর বন্ধ রাখার খবর কোনও যাত্রীদের জানানো হয়নি। তবে বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সময়সীমার আগেই খুলে দেওয়া হল এই বিমানবন্দর। ফণীর তাণ্ডব থেকে বাঁচতেই বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুরে ফণীর দাপটে ব্যাপক ক্ষতি, উড়ল বাড়ির চালা

দুর্গাপুর, ৪ মে (হি. স.) : ওড়িশার মত ফণীর প্রভাব না পড়লেও, ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহায় মিলল না বাংলাবাসীর। রাতভর বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। আর তাতেই ভেঙে পড়ল প্রাচীন গাছ। আবারও কোথাও উড়ল ঘরের খড়ের চালা। বৃষ্টির জলে বরো ধানের জমিতে জল জমেছে। মাথায় হাত চাষীদের। এমনই চিত্র ধরা পড়ল শনিবার দিনভর পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা ও গলসী-১ নং ব্লকে।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর শুক্রবার ঘূর্নিঝড় ফণীর আগমন ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। এদিন দিনভর হালকা বৃষ্টির পর রাতে ফণীর প্রভাব বাড়তে থাকে দুর্গাপুর, কাঁকসা, গলসী এলাকায়। রাতভর বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ায় শুরু হয়। আর তাতেই বুদবুদ অ্যামুনিশেন রোডে প্রাচীন বট গাছ ভেঙে পড়ে। বহু পুরোনো ওই বট গাছটি ভেঙে পড়ে একটি ট্যাক্সি ও সাইকেল রিপিয়ারিং দোকানে। ট্যাক্সিটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দোকানটিও ভেঙে যায়। পাশাপাশি বিদ্যুতের খুটি ভেঙে পড়ে। ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুতের তার। ফলে গোটা এলাকায় বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুত লাইন মেরামতের কাজ শুরু করে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। একই রকমভাবে গলসী-১ নং ব্লকে বরো ধানের জমিতে জল জমে ব্যাপক ক্ষতি হয়। মাথায় হাত পড়ে চাষীদের। প্রায় ৫০০ একরেরও বেশী জমির ধান জলে নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে কাঁকসার অযোধ্যা, বনকাটি এলাকায় প্রায় ৩০ টি বাড়ির খড়ের চালা উড়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু মাটির দেওয়াল। একইরকমভাবে ওই এলাকায় ধানের জমি জলের তলায়।

স্থানীয় বনকাটি পঞ্চায়েত প্রধান পিন্টু বাগদী জানান,ঙ্র' সকাল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘুরেছি। বেশ কিছু বাড়ীর চালা উড়ে গেছে। তাদের ত্রিপল দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ২০০ একর জমির ধান নষ্ট হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেসব।ঙ্র' একই রকমভাবে পান্ডবেশ্বরে গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়ায় ৩ টি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,ঙ্র' দুপুর পর্যন্ত ১১৪ টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্তের রিপোর্ট এসেছে। তাদের প্রয়োজনী সাহায্যের ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। খোলা হয়েছে কন্টোলরুম। মহকুমার সমস্ত ব্লককে সজাগ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তারকেশ্বরে আতসবাজির দোকানে আগুন, তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ

তারকেশ্বর (হুগলি), ৪ মে (হি.স.): হুগলি জেলার তারকেশ্বরে আতসবাজির দোকানে অগ্নিকাণ্ডঊ শনিবার সকাল দশটা নাগাদ তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা এলাকায় অবস্থিত একটি আতসবাজির দোকানে আগুন লাগেঊ ওই দোকানে প্রচুর বাজি মজুত ছিল বলে জানা গিয়েছেঊ এছাড়াও প্লাস্টিকের নানা সরঞ্জামও ছিলঊ ফলে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েঊ আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ছয়ের পাতায়

রাজস্থানের সবকটি লোকসভা আসনেই জিতবে কংগ্রেস, দাবি সচিনের

জয়পুর, ৪ মে (হি.স.) : হিন্দি বলয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য রাজস্থানে কংগ্রেসের ভাল ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সচিন পাইলট। শনিবার জয়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সচিন পাইলট দাবি করেন, রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের পক্ষে হওয়া বইছে। রাজস্থানে ২৫টি আসনই পাবে কংগ্রেস।বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে সচিন পাইলট বলেন, জনগণের কাছে গত পাঁচ বছরের উন্নয়নের হিসাব তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। নির্বাচনী প্রচারে প্রশাসনিক পরিষেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

কংগ্রেস ইতিবাচক ভাবে প্রচার চালালেও। বিজেপি উন্নয়ন হিসেব জনগণের কাছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি কোনও নেতাই কর্মসংস্থান, কৃষকের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি। রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের পক্ষে হওয়া বইছে। রাজ্যের সবকটি আসন অর্থাৎ ২৫টিতে জিতেই সেই লক্ষ্যপূরণ করবে কংগ্রেস।

পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারে নেতাদের আপত্তিজনক মন্তব্য প্রসঙ্গে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে সচিন পাইলট বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। যা বড়ই চিন্তার বিষয়।

রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের ভাষণে নেতিবাচক এবং আপত্তিজনক মন্তব্য করে নতুন প্রজন্মের কাছে নেতিবাচক উদাহরণ রাখছেন।পাশাপাশি রাজস্থানের কংগ্রেস শাসনের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সচিন পাইলট বলেন, গত ডিসেম্বরে একশো দিনের কাজে যেখানে ৯ লক্ষ মানুষ যুক্ত হয়েছিল সেখানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১ লক্ষে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানে সবকটি আসনে জিতেছিল বিজেপি। এবার পাল্টা বিজেপিকে কঠিন লড়াই দিতে প্রস্তুত কংগ্রেসস।

রানওয়েতে পিছলে ফ্লোরিডার নদীতে পড়ে গেল বোয়িং ৭৩৭, অক্ষত ১৩৬ জন যাত্রী

জ্যাকসনভিল (ফ্লোরিডা), ৪ মে (হি.স.): অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন বোয়িং ৭৩৭ বিমানের ১৩৬ জন যাত্রীঊ স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার রাতে আমেরিকার ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিল বিমানবন্দরে অবতরণের পরই রানওয়েতে পিছলে গিয়ে ফ্লোরিডার সেন্ট জন'স নদীতে পড়ে যায় বোয়িং ৭৩৭ বিমানঊ বিমান যাত্রী ও ক্রু মেম্বার-সহ ১৩৬ জন ওই বিমানে ছিলেনঊ জ্যাকসনভিল নৌ এয়ার স্টেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বোয়িং ৭৩৭ বিমানের ১৩৬ জন যাত্রীই অক্ষত আছেনঊ তবে, বিমানের দু'জন যাত্রীর সামান্য আঘাত লেগেছেঊপুলিশ জানিয়েছে, মায়ামি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার বিমানটি কিউবার গুয়ান্তানামো বে-র নৌসেনা ঘাঁটি থেকে ফ্লোরিডার দিকে রওনা দিয়েছিলঊ স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ৯.৪০ মিনিট নাগাদ ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিল বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরই রানওয়ে থেকে পিছলে সেন্ট জন'স নদীতে পড়ে যায় বিমানটিঊ জ্যানসনভিলের মেয়র টুইট করে জানিয়েছেন, বিমানের সমস্ত যাত্রীই সুরক্ষিত আছেনঊ বড়সড় দুর্ঘটনার থেকে ১৩৬ জন যাত্রী বাঁচলেও, দু'জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল, দুঃশ্চিন্তায় সাধারণ মানুষ

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের। মাঝে একদিনের বিরতির পর শনিবার আবারও দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। মধ্যরাত থেকে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.৭ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.৬ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন, ৭৫.১৫ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৮.৪৫ টাকা। কলকাতার পাশাপাশি শনিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতে। দিল্লিতে ০.৬ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৩.১৩ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.৫ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৬.৭১ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.৭ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.৯ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৭৮.৭১ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৬৯.৮৬ টাকা প্রতি ছয়ের পাতায়

জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি. স.) : শনিবার ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কনুইয়ের অপারেশনের জন্য ইতিমধ্যেই আসন্ন দোহা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে নীরজের। শুক্রবার মুম্বইয়ে বিখ্যাত অস্থি শল্যচিকিৎসক ডা. দিনসাউ পার্ডিওয়ালার অধীনে ভারতীয় জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী নীরজ চোপড়ার কনুইয়ে বিশেষ অপারেশন করা হয়। এদিন মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে নিজের প্রার্থনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, শুক্রবার মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে নিজেই অপারেশনের কথা জানিয়েছিলেন এই তারকা ক্রীড়াবিদ। যদিও এর ফলে আসন্ন দোহা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর অংশগ্রহণ অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত এপ্রিল মাসেই এনআইএস পাটিয়ালায় অনুশীলনের সময় কনুইয়ে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন নীরজ। চিকিৎসায় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। এরপর এদিন মুম্বইয়ে বিখ্যাত অস্থি শল্যচিকিৎসক ডা. দিনসাউ পার্ডিওয়ালার অধীনে কনুইযের অপারেশন সফল হয়েছে ২১ বছর বয়সী জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী নীরজ চোপড়ার। মাসকয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে খেলায় ফিরতে পারবেন বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। আগামী বছরের অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছেন পানিপথের এই জ্যাভলিন নিক্ষেপকারীর কোচ বাহাদুর সিং। শনিবার তাঁর আরোগ্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেছেন, ঙ্র'নীরজ চোপড়া একজন সাহসী তরুণ, যিনি ধারাবাহিকভাবে ভারতকে গর্বিত করে চলেছেন। আমরা সকলেই তাঁর দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করি।ঙ্র' প্রসঙ্গত, নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে শুক্রবার তিনি লিখেছিলেন, ঙ্র'প্রতিটি বিপর্যয়ই প্রত্যাবর্তনের জন্য এক নতুন প্রস্তুতি। ঈশ্বর আগের থেকে আরও বেশি ভালো কিছু চান। কয়েক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে আরও শক্তিশালীভাবে জ্যাভলিন থ্রোয়িংয়ে ফেরার আশা রাখছি।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে কংগ্রেসকে খোঁচা বিজয় রূপানি ও ভি কে সিং-এর

আমেদাবাদ, ৪ মে (হি.স.) : সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কার আমলে হয়েছিল তা নিয়ে জোর তরজা বেঁধেছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা রাজীব শুক্লা দাবি করেছিলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে ছয়ের পাতায়

শনিবার বিজেপির মহিলা মোর্চা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় লক্ষ্য করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি গাড়ি থামিয়ে নামতেই পালালো বিজেপি কর্মীরা

ঘাটাল, ৪ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের খঙ্গাপুরে এসে উঠেছিলেন জেলার দলীয় প্রচারের জন্য । কিন্তু প্রকৃতিক দুর্যোগের কারনে সব বাতিল করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে । এরপর শনিবার বিকেল তিনটা নাগাদ সড়কপথে চন্দ্রকোনা টাউনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন । রাস্তায় কেশপুর বাজারের শেষ প্রান্তে সিপিএমের জোনাল কার্যালয় জামশেদ ভবনের সামনে একটি চা-এর দোকানে চা পান করেন ।
প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে চা খেয়ে কর্মীদের সঙ্গে গল্প করে ফের রওয়ানা দেন । রাস্তায় চন্দ্রকোনা টাউনে ঢোকার মুখে রাধাবল্লভপুর এলাকাতে বিজেপির কর্মীদের জয়শ্রীরাম ধ্বনির মুখে পড়তে হয় তাঁকে । এতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েন । তাঁকে নামতে দেখেই দৌড়ে পালায় বিজেপি কর্মীরা । মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমেই তাদের পালাতে দেখে বলেন- ঙ্খ্র’ পালাচ্ছিস কেন , আয়। হরিদাসপাল , দেখতে পেয়ে গালাগালি করছে ।ঙ্খ্র’এরপর তিনি পুনরায় রওয়ানা দেন । চন্দ্রকোনা টাউনের গাছশীতলা মোড়ে প্রথমে প্রায় দশ মিনিট ধরে বক্তব্য রাখেন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ।
উল্লখ্য, চন্দ্রকোনা টাউন এলাকা আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত । যেখানে আগামী সোমবার ভোট গ্রহন পঞ্চমদফার । এই কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী অপরুপা পোদ্দার এর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন । তিনি বলেন-ঙ্খ্র’যেহেতু আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মিটিং করতে পারিনি, তাই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাদের সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা। আপনাদের প্রার্থী এখানে অপরুপা পদ্দার রয়েছে। অপরূপা খুব ভালো কাজের মেয়ে ,ওকে সমর্থন করুন ।ঙ্খ্র’ এরপর রাস্তায় কটুক্তি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন- ঙ্খ্র’ বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। ওদের মতো অনৈতিক আদর্শহীন কেউ নেই। একটা রাজনৈতিক দল যখন প্রোগ্রাম , প্রচার করে , তখন আরেকটা রাজনৈতিক দল ওই রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কমপক্ষে সৌজন্যতা আশা করে। আমি চন্দ্রকোনার উপর দিয়ে যখন আসছিলাম কয়েকটা জায়গায় কয়েকটা বাঁদর বদমাশি করছিল। ওরা রাজনীতি করে না, টাকা দিয়ে কিনেছে কয়েকটাকে। টাকা নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করছে ও গালাগালি দিচ্ছে। দুদিন বাদে নির্বাচন চলে যাবে, তারপরে বাংলাতে সবাইকে থাকতে হবে ভালোভাবে। এটা মাথায় রেখে দিও। বেশি গরম দেখিও না। শোভা পায় না। রাজনীতিতে লড়াই আপনিও করবেন আমিও করবো। কিন্তু আপনারা আমার গাড়ির সামনে আমাকে লক্ষ্য করে দুটো গালাগালি দেন, সেক্ষেত্রে আমি আমার ছেলেদের যদি বলে দি পাল্টা খেলে কি হবে বুঝতে পারছেন। আমি সেটা চাইনা। আমরা ভদ্রতাটাকে মানি, আপনাদের সংস্কৃতিতে যেটা নেই। এখন লোকে বলে মোদি সরকার চোরেদের সরকার। সবাই এখন বলে চৌকিদার চোর। সেই চৌকিদারকে কি আপনারা ভোট দেবেন। তাই বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না।এমন একটা গুন্ডাদের সরকার তৈরি হয়েছে দেশে যার জন্য প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে গেছে।ঙ্খ্র’ এই বক্তব্য রেখে অপরুপা পোদ্দার সহ পাশের ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবকে নিয়ে কয়েক হাজার মানুষের ভীড়ে পদযাত্রা শুরু করেন , যা গিয়ে দেড় কিমি দুরে মুন্ডমালাতে শেষ হয় । এরপর গাড়িতে করে ক্ষীরপাই হয়ে ঘাটালে হাজির হন ।সেখানে দেব এর সমর্থনে কিছুটা পদযাত্রা করে বক্তব্য রাখেন রাস্তার ওপরেই । সেখানে ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন , কারন ওই ঘাটাল লোকসভাতেই বিজেপির প্রার্থী ভারতী ঘোষ।
তিনি বলেন- ঙ্খ্র’বিজেপির নিয়ে কি বলবো, দেব কে বারণ করেছিল এত নিচু লেভেলের কথা বলবে না ওদের নিয়ে। আমি খুব দুঃখিত মা ভাই বোনের আমার, বিজেপির লোকেরা যারা প্রার্থী হয়েছে ,কেউ জনগণের টাকা মেরে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে। কেউ আবার মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। এই জেলার দুটো আসনে দুজন দাঁড়িয়েছে একজন মহিলা একজন পুরুষ। একজন প্রধান নেতা আরেকজন টাকা চুরির নেতা। এই দুজন দাঁড়িয়ে অনেক অশ্রাব্য কথা আমাদের নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে বলছে। ওদের দিল্লি লোকেদের দালালী করা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই। আমি তাকে বলি আমার মুখ টা খোলা বেন না। আপনি যে এসএমএস গুলো পুলিশে কাজ করবার সময় আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন সেই এসএমএস গুলো যদি পাবলিকে ছেড়ে দিই তাহলে মানুষকে আর আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমরা চাইলে অনেক কেস করে আপনাকে গ্রেফতার করতে পারতাম। সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলায় অর্ডার আছে, কিন্তু অনেক মামলা রয়েছে যাতে গ্রেফতার করতে পারতাম ।তা সত্ত্বেও আপনাকে ভদ্রতা করে দাঁড়াতে দিয়েছি। দাঁড়িয়েছেন ঠিক আছে এমন কোনো কথা বলবেন না যেটা সমস্ত কিছু লংঘন করে। গণতান্ত্রিক সৌজন্যতার একটা গন্ডি থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। এই ভদ্র মহিলা যিনি দেবের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন , তাকে গ্রাম সভায় আগে লড়াই করে আসতে বলুন। সেখানে লড়াই করার যার ক্ষমতা নেই তিনি লোকসভায় লড়বেন কি করে। কাজেই জনগণের নেতাদের ভোট দিনঙ্খ্র’ অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর রাধাবল্লভপুরের ঘটনাতে পুলিশ স্থানীয় বিজেপি নেতা শীতারাম মিদ্দা সহ তিনজনকে আটক করেছে ।

নেইমারের

সাতের পাতার পর।। ফাউলের শিকার হন তিনি। রেফারি ভিএআরের সাহায্য পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। তবে কাভানির শট ফিরিয়ে পিএসজিকে এগিয়ে যেতে দেননি গোলরক্ষক।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দুই হারের পর ড্র করল পিএসজি। লিগে ৩৫ ম্যাচে ৮৫ পয়েন্ট তাদের। ৫২ পয়েন্ট নিসের।

বাড়িতে বিকাশ

দুইয়ের পাতার পর

ভট্টাচার্যকে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ীতে নিয়ে যান। বিকাশ বাবু কর্মীদের বাড়ীতে গিয়ে নিজেই নাম ধরে ডাকতে থাকেন। জানতে চান বাড়ী আছেন কিনা। প্রথম যে বাড়ীতে যান তাকে বাড়ীতে পাওয়াযাইনি। বাড়ীর লোককে বিকাশ বাবু বলে আসেন বাড়ী আসলে বলে দেবেন যে, যাদবপুরের সিপিএমের প্রার্থী বাড়ীতে এসেছিলেন। আমাদের পতাকা যেন আর না খোলে। এবারে খুল্লে খারাপ হবে।
সেখান থেকে চলে যান তৃণমূলের আরেক কর্মীর বাড়িতে।পতাকা খোলা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্য বাড়িতেই পাওয়া যায়। পতাকা খোলার কথা বিকাশড়বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন।ওই তৃণমূল কর্মী অবশ্য অস্বীকার করেন পতাকা খোলার কথা।বিকাশ বাবু বলেন আপনি না খুললেও আপনার দলের কেউ খুলেছে। একটু লক্ষ্য রাখবেন যাতে আর কেউ আমাদের পতাকা না খোলে। যাকে খুশি ভোট দিন কিন্তু আমাদের পতাকাট লাগাতে দিন।

দমকল ও পুলিশ

পাচের পাতার পর

দু’টি ইঞ্জিন। দমকলের দু’টি ইঞ্জিনের বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ তারকেশ্বর থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই আতসবাজির দোকানের মালিকের নাম হল, অরুণ পালঊ তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙা এলাকায় একটি আতসবাজির দোকান রয়েছে অরুণ পালেরঊ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল দশটা নাগাদ আচমকাই আগুন ধরে যায় ওই আতসবাজির দোকানে। দোকানের ভিতরে প্লাস্টিকের মতো প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনঊ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় দমকলেঊ পরে দমকলের দু’টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ কীভাবে আগুন লাগল ওই দোকানে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই নিখোঁজ ওই দোকানের মালিক।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুলিশ

আটের পাতার পর

নিরাপদে রাখার পর শনিবার বিকালে সরকারি নির্দেশিকা মেনে বোমডিসপোজাল স্কোয়াড এসে তা নিস্ক্রিয় করে। সামান্য কটি বোমা হলেও তা নিস্ক্রিয় করতে এদিন বমডিজপোজাল ইউনিট, দমকলের গাড়ি, দমকলের কর্মী, অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মীরা এদিন পোলেরহাটের আম বাগানে উপস্থিত ছিলেন ।এর পাশাপাশি উৎসাহি মানুষ ভিড় করেন।

এলেন রাজ্যপাল

আটের পাতার পর

পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে তা জানতে এসেছিলাম। এ এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট জমা দেবো। তবে রাজ্যে ফণীর প্রভাবে কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কোন কথা হয়নি”।

সাধারণ মানুষ

পাচের পাতার পর

লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে ০.৮ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৫.৯২ টাকা এবং ০.৯ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৭০.৪৮। ভোটের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রীতিমতো দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

বিমানবন্দর

পাচের পাতার পর

অসাধারণ ডজ করে শুধুমাত্র কলকাতাকে ছাড় দিয়েই বাংলাদেশের দিকে চলে গেল ফণী। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে শহরবাসী।

ও ভি কে সিং-এর

পাচের পাতার পর

ছয়বার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শনিবার একযোগ কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং।
এদিন বিজয় রূপানি বলেন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে নিজের অবস্থান থেকে সরে এসেছে কংগ্রেস। যে দল আগে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে মোদী সরকারের কাছে প্রমাণ চাইছিল। তারাই আবার এখন বলছে ইউপিএ জমানায় ছয়টি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। মোদী সরকারের জন্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক শব্দবন্ধ প্রথম জানতে পেরেছিল ভারতবাসী। জনগণের দেশপ্রেমকে ভোটের জন্য কাজে লাগাতে চাইছে কংগ্রেস। ইভিএম যন্ত্রে কারসাজির যে অভিযোগ কংগ্রেস করেছে তা খণ্ডন করে দিয়ে বিজয় রূপানি বলেন, তিন রাজ্যে জেতার সময় কংগ্রেসের কাছে ইভিএম ঠিক ছিল। আর পরাজয় বুঝতে পেরে এখন তারাই বলছে ইভিএমে কারসাজি করা হয়েছে। হতাশা ছাড়া দেশবাসীকে আর কিছু দেওয়ার নেই কংগ্রেসের। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার সাপ খেলাকে কটাক্ষ বিজয় রূপানি বলেন, রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা সোশ্যাল মিডিয়ায় হাঁসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।
প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা বর্তমানে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ভি কে সিং বলেন, মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস কংগ্রেসের রয়েছে। সেই সময় কোন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালানো হয়েছিল। আরও একটা গল্প লেখার জন্য লোক ডেকে এনেছে কংগ্রেস।

গ্রেফতার ২

তিনের পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বছর তিনেক আগে ২০১৬ সালে ওই বৃদ্ধের স্ত্রী মারা যানঊ তার একমাত্র মেয়ে বিদেশে থাকেঊ পুলিশের অনুমান, ফাঁকা বাড়ির সুযোগে কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে ওই বৃদ্ধ।

ভেঙে বিপত্তি

তিনের পাতার পর

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুত লাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে ।সাইক্লোন ফণীর প্রভাবে রাত থেকে শুরু হওয়া ঝড়-বৃষ্টির দাপটে দুর্গাপুরের বুদবুদ অ্যামুনিশেন রোডে একটি প্রাচীন বট গাছ ভেঙে পড়ে। বিশালাকার ওই গাছটি ভেঙে পড়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাক্সির ওপর। সংলগ্ন একটি সাইকেল রিপেয়ারিং-এর দোকানের ওপরও ভেঙে পড়ে গাছটির অংশ। পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ট্যাক্সিটি। ভেঙে পড়ে দোকানের চালও। গাছটির পাশে থাকা বিদ্যুতের দুটি খুঁটিও ভেঙে পড়ে তারসহ। গোটা এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিদ্যুৎ সংযোগ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুতের লাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। তবে, এর বেশি কিছু ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

হাজার মানুষ

তিনের পাতার পর

সতর্কবার্তা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছিল কলকাতা পুরনিগম। ত্রাণ কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত খাবার, ওষুধ ও জামাকাপড় পাঠানো হয়েছিল।
শুক্রবার রাত থেকেই শহরের বিভিন্ন বরোতে ঘুরে বেরিয়ে হাল হকিকত প্রত্যক্ষ করেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ রাত ১০.৪০ মিনিটে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম যান তাঁর নিজের ৮২ নম্বর ওয়ার্ডেঊ সেখানে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তারপর রাত ১১টা নাগাদ তিনি যান বেহালার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডেঊ তাঁর সঙ্গে ছিলেন তখন মেয়র পারিষদ তারক সিংঊ এরপরে ১১.৩০ মিনিটে তিনি যান গার্ডেনরীচে মিলাদনগরের ত্রান শিবিরেঊ সেখান থেকে তিনি আসেন ট্রাঙ্গুলার পার্কেঊ সাথে ছিলেন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ঊ রাত ১.১৫ এ ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষকে সাথে নিয়ে তালে পৌঁছোন মেয়রঊ এরপর রাত ২টোয় ফিরে আসেন পুরভবনে।

ইংল্যান্ড

সাতের পাতার পর।। ম্যাচে স্বাগতিক আইরিশদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ড।

শুক্রবার (৩ মে) ডাবলিনের মালাহাইডে বৈরি আবহাওয়ার কারণে ৪৫ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ১৯৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১০১ রান সংগ্রহ করতেই ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় সফরকারীরা। কিন্তু এরপর ফোকসের অপরাজিত ৬১ রান আর টম কুরানের অপরাজিত ৪৭ রানের দুটি অসাধারণ ইনিংস খেলে দলকে জয় পাইয়ে দেন।

ইংলিশদের সঙ্গে সর্বশেষ ৭ সাক্ষাতের মাত্র ১টিতে জয়ের দেখা পেয়েছে আয়ারল্যান্ড। সেই ২০১১ সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে পাওয়া জয়ের পর এই ম্যাচেও তারা জিতেই যেত তারা গুরুত্বপূর্ণ এক মুহূর্তে রিভিও নিতো। ফোকস তখন ৩৭ রানে ব্যাট করছিলেন। কিন্তু একবার জীবন পেয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছেড়েছেন এই অভিষিক্ত ব্যাটসম্যান।

আইরিশদের হয়ে ১০ ওভার বলে করে ৪৫ রান খরচে ৪ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছেন জশুয়া লিটল।

এর আগে, ইংলিশ পেসার লিয়াম প্ল্যাঙ্কেটের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৯৮ রানেই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। নতুন বলে সুইংয়ের পসরা সাজিয়ে বসা প্ল্যাঙ্কেট শেষ পর্যন্ত ৩৫ রানে তুলে নেন ৪ উইকেট। আইরিশদের হয়ে ব্যাট হাতে সর্বোচ্চ রান আসে পল স্টার্লিংয়ের (৩৩) ব্যাট থেকে। এছাড়া মার্ক রিচার্ডের ব্যাট থেকে আসে ৩২ রান।

কামরা

● প্রথম পাতার পর

২৮টি কামরা স্থায়ীভাবে এবং ৩০২টি কামরা অস্থায়ীভাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে, যাত্রীদের ভিড় সামাল দেওয়া অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর হয়েছিল।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

গঠন করা হয়েছে। সূত্রের মতে, কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বিদ্যুৎ দফতর। এক্ষেত্রে গরমিল পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রকাশিত

● প্রথম পাতার পর

গোটা দেশে এবার সাত দফায় সম্পন্ন হবে উনিশের লোকসভা নির্বাচনঊ প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে গত ১১ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে ১৮ এপ্রিল, তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৩ এপ্রিল, চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ গত ২৯ এপ্রিল, পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৬ মে, ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ হবে ১২ মে এবং সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১৯ মেঊ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২৩ মে, ওই দিনই ফলাফল ঘোষণা হবেঊ হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

এপ্রিল সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের ব্যাপক সংখ্যায় ভোটারকে তাদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অধিকাংশ বুথে বিরোধী দলকে পোলিং এজেন্ট দিতে দেওয়া হয়নি। বাধা অগ্রাহ্য করে যেসব পোলিং এজেন্ট গিয়েছিলেন তাদের অনেককে হুমকি দিয়ে বা দৈহিক নির্যাতন করে বের করে দেওয়া হয়। ভোট কেন্দ্রগুলি ছিল অরক্ষিত। মাত্র এক বা দুইজন পুলিশ বা টিএসআর নিযুক্ত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে বুথে দেখা যায়নি। মোবাইল পেট্রোল ছিল না। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মানিক দে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শংকর প্রসাদ দত্ত।

অবৈধ

● প্রথম পাতার পর

তা খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় ত্রিপুরা সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করবে। লোকসভা নির্বাচনের পরই কমিশন গঠনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে ওই ঘটনার তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।
এদিকে, ১০,৩২৩ শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে তাঁরা ভিষণ চটেছেন। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাঁর কথায় অবৈধ ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল তাই ১০,৩২৩ শিক্ষকদের আদালত চাকুরী বাতিল করে দিয়েছে। তবুও, মানবিকতার খাতিরে এখনও ১০,৩২৩ শিক্ষকদের জন্য আদালতে লড়াই জারি রেখেছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা রেখেই রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর আদালতে মামলা পরিচালনায় এখন পর্যন্ত ৭২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আগামী ১০ মে পুণরায় সুপ্রিম কোর্টে ওই মামলায় শুনানী হবে। সম্ভবত ওইদিন শুনানী নাও হতে পারে। কারণ, সুপ্রিম কোর্টে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হওয়ার আগের দিন ওই শুনানী তারিখ ধার্য্য হওয়ায় তা পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১০,৩২৩ শিক্ষকদের জন্যই কেন্দ্রে দরবার করে এককালীন ছাড় আদায় করা হয়েছে। তাঁরা এখন টেট পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তবুও ১০,৩২৩ শিক্ষকরা আসল দোষীদের বদলে বর্তমান রাজ্য সরকারকেই দোষারোপ করছেন।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর সেবা মন্দিরে ঠাকুরের তিরোধান উৎসব ৭ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। শ্রীশ্রী রামঠাকুরের মহ তিরোধান উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচী নেয়া হয়েছে। আগামী ৭ই মে বনমালীপুরে শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর সোব মন্দিরে অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্ম্য মুহূর্তে মঙ্গলারতি ও বাল্যভোগ, ভোর ৬টায় অগ্নিকুমার আচার্য্যের রচিত সঙ্গীতলক্ষ্য। অংশগ্রঙণ করবেন, রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা। এদিন সকাল ৯.৩০ মি ফলভোগ পরে রাজভোগ। দুপুর ১টা থেএক মহাপ্রসাদ বিতরণ। শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দিরের পক্ষে এক বিবৃতিতে সকল ভক্তপ্রাণ সুধীনদের উপস্থিতি কামনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ফণীর তান্ডবে কয়েক হাজার কাঁচা বাড়িঘর বিধ্বস্ত, এ পর্যন্ত নিহত ১৫

ঢাকা, ৪ মে (হি. স.) : শনিবার দুপুর পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ফণীর তান্ডবে উপকূলীয় অঞ্চলসহ কয়েকটি জেলায় কয়েক হাজার কাঁচা বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ভেঙেছে অগুনতি গাছপালা। প্রাথমিক খবরে ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বেশিরভাগ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ঘরবাড়ি চাপা পড়ে।
ভারত মহাসাগরে উৎপত্তির পর দীর্ঘ ২ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে ঘূর্ণিঝড় ফণী ভারতের ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানার পর দুর্বল হয়ে শনিবার সকালে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এটি সকাল ১০টায় ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চলে অবস্থান করে। পরে দুপুরে স্থল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। এরপর ফণী ভারতের অসম ও মেঘালয়ের দিকে চলে যাবে বলে আবহাওয়া অধিদফতরের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আবহাওয়া অধিদফতর আরও বলেছে, ফরিদপুর-ঢাকা অঞ্চল এবং এর পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ফণী আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপ আকারে এদিন ১২টায় পাবনা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চল এবং এর পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান করছিল। এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে। গভীর নিম্নচাপটির প্রভাবে বাংলাদেশের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে এবং দেশের অনেক স্থানে অস্থায়ীভাবে দমকা কিংবা ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি কিংবা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ থেকে ৮৮ কিলোমিটার। ফণীর প্রভাবে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। সাগর এখনও খুবই উত্তাল।
তবে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ফণী গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় চার সমুদ্রবন্দরে সংকেত পরিবর্তন করা হয়েছে। আবহাওয়া অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে সাত নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৪ স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। অমাবস্যা ও বায়ুচাপ পার্থক্যের আর্ধিক্যের কারণে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ২ থেকে ৪ ফুট অধিক উচ্চতার বায়ুতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

যতটা গর্জাল, ততটা বর্ষাল না ‘ফণী’

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.): যতটা গর্জাল,ততটা বর্ষাল নাঊ সেই কারণেই ফণী আতঙ্ক কাটিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পশ্চিমবঙ্গবাসী ঊ ওডিশার উপর ধ্বংসলীলা চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আর ততটা শক্তি ধরে রাখতে পারেনি ফণীঊ ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড় আর মাঝারি বৃষ্টিঊ এতেই রক্ষা পেল বাংলাঊ
পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূল নিয়ে রীতিমত আতঙ্কে ছিলেন হাওয়া অফিস সহ প্রশাসন মহলঊ দুদিন আগে থেকে সতর্ক বার্তা দিয়ে পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল দিঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, তাজপুর থেকেঊ সমুদ্রের ভয়াবহ রূপ দেখে বকখালি, হলদিয়াতেও আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল স্থানীয়রা ঊ ঝড়ের গতিবেগ তুলনায় যথেষ্ট কমে গেলেও খড়গপুর, বর্ধমান সহ কিছু জায়গায় গাছ উপড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে রাস্তার ধারে থাকা বড় বড় হোর্ডিং ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একইসঙ্গে মধ্য রাত থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হয়েছে বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী এই আবহাওয়া শনিবার সকালেই কেটে যায় ঊশুক্রবার সকালেই ওডিশায় আছড়ে পড়ে প্রবল শক্তিধর ঘূর্ণিঝড় ফণীঊ বিকেল পর্যন্ত তার দাপটে তছনছ হয়ে যায় পুরী, ভুবনেশ্বর, কটক সহ ওডিশার উপকূলবর্তী এলাকা। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় গঞ্জাম জেলা। সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গেই অসমর্থিত সূত্রের খবর ঘূর্ণি ঝড়ে মৃত্যু হয়েছে ন’জন ব্যক্তির।
পূর্বাভাষ ছিল কলকাতায়ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে। শহরের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিমি বেগে বয়ে যায় ফণী ঊ কিন্তু সে ভাবে কলকাতায় ‘ফণী’র প্রভাব তেমন পড়ল না। মাঝ রাত থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় ‘ফণী’ সাধারণ নিম্নচাপের চেহারা নেয়।
রাত সাড়ে বারোটায় ওডিশার বালাসোর হয়ে ফণী প্রবেশ করে খড়গপুরে। তার মধ্যে অবশ্য সমুদ্র ছেড়ে দীর্ঘক্ষণ স্থলভূমিতে তাণ্ডব চালিয়ে অনেকটাই শক্তি হারিয়ে ফেলে ফণী। অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমে এসে তখন দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিমি। দিঘা, মন্দারমণি, তেজপুর, সন্দেশখালি এবং কাঁথিতে দুর্বল হয়ে পড়লেও যথেষ্ট দাপট দেখায় ফণী। রাতেই আবাহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক ডেপুটি ডিরেক্টর সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর—পূর্ব দিকে সরে পূর্ব বর্ধমান—হুগলি’র সীমান্ত ধরে নদীয়ায় প্রবেশ করবে এবং এরপর শনিবার দুপুরের আগেই নদিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে চলে যাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে রবিবার থেকেই মৎসজীবীরা সমুদ্রে যেতে পারবেন।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

যেতে চেয়েছিলেন মহিলা থানার ওসি। তিনি যেতে অস্বীকার করাতেই গালমন্দ করা হয় বলে অভিযোগ। কর্তব্যরত চিকিৎসকও ধর্ষিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটার কারণে আদালতে যেতে দেননি বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য বীমার

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, শুধু সচেতনতার অভাবে মানুষ নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা গচ্ছা দিচ্ছেন । কখনই টেলিফোনে এটিএমের পিন কিংবা ওটিপি কাউকেই দেওয়া উচিৎ নয় । তাছাড়া, কেউ যদি মোবাইল টাওয়ার কিংবা স্বাস্থ্য বীমার নামে প্রচুর টাকা প্রাপ্তির টোপ দিয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রলোভনে পা না দিলেই সব সমস্যা এড়ানো সম্ভব । আজ ত্রিপুরার সাইবার ক্রাইম শাখার পুলিশ সুপার সরস্বতী আর রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, কোন ফোন কলের ফাঁদে পা দেবেন না । অবাঞ্চিত কেউ আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট সম্পর্কে জানতে সোজা বিষয়টি পুলিশকে জানান । তাছাড়া, এটিএম কোড নম্বর কখনো কাউকে দেওয়া উচিৎ নয় । তাঁর পরামর্শ, সচেতন হোন, প্রতারণার হাত থেকে নিজেকে বাচান।

াঙ্গন

দিল্লির কাছে হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিলো রাজস্থান

নয়াদিল্লি, ৪ মে।। জিতলে ক্ষীন সম্ভাবনা থাকত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) টিকে থাকার। কিন্তু শনিবার (০৪ মে) দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে হেরে গিয়ে আইপিএলের এবারের আসর থেকে বাদ পড়লো রাজস্থান রয়্যালস। আগেই প্লে অফ নিশ্চিত করা দিল্লি পায় ৫ উইকেটের জয়।

রাজস্থানের দেওয়া ১১৫ রানের সহজ লক্ষ্যে জয় পেতে দিল্লিকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। ২৩ বল হাতে রেখেই জিতে যায় তারা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন ঋষভ পান্ত। এছাড়া শেখর ধাওয়ান ১৬, অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার ১৫ রান করেন।

রাজস্থানের হয়ে একাই তিন উইকেট নেন ইশ সোদি। আর বাকি দুটি নেন গোপাল।

এর আগে ফিরোজ শাহ কোটলায় টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ইশান্ত শর্মার গতি এবং অমিত মিশ্রার স্পিনে কাবু হয়ে রীতিমতো খাবি খেতে থাকে রাজস্থান। রায়ান পরাগের দায়িত্বশীলতায় শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ১১৫ রান তুলতে সক্ষম হয় তারা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৯ বলে ৫০ রান করেন পরাগ।

দিল্লির হয়ে ইশান্ত শর্মা ও অমিত মিশ্রা ৩টি করে উইকেট ভাগাভাগি করেন।

এই জয়ে ১৪ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে দিল্লি। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস।

ইনজুরিতে আইপিএল শেষ, রাবাদার বিশ্বকাপেও শঙ্কা

লন্ডন, ৪ মে।। পিঠের ইনজুরির কারণে চলতি মৌসুমে আইপিএলে আর খেলতে পারছেন না কাগিসো রাবাদা। আর ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ঘনিয়ে আসায় তার জাতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা তাকে দ্রুত দেশে ফেরার পরামর্শ দিয়েছে। আগামী ৩০ মে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে প্রোটিয়ারা।

গত ২৮ এপ্রিল র‍্যায়ল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর বিপক্ষে নিজ দল দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পান এখন পর্যন্ত আইপিএলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি রাবাদা। ১২ ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যায় ২৫টি।

ইনজুরির কারণে দলের পরের ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারেননি এই ডানহাতি ফাস্ট বোলার। তার পিঠে স্ক্যান করানো হলে পরে ক্যাপিটালস থেকে দ.আফ্রিকার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। আর শুক্রবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি রাবাদাকে দেশে ফেরার পরামর্শ দেয়।

আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ার ফলে রাবাদা গ্রুপ পর্বে রাজস্থান র‍্যায়লস ও প্লে-অফের ম্যাচে আর খেলতে পারছেন না।

এদিকে রাবাদার ইনজুরি প্রোটিয়াদের নতুন করে চিন্তা ফেলে দিয়েছে। কেননা দলটির বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া প্রায় সব ফাস্ট বোলারই চোটে ভুগছেন। কিছুদিন আগে ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে খেলা অভিজ্ঞ ডেল স্টেইনও আইপিএল থেকে ছিটকে যান। আর আসরটি শুরুর আগেই লুনগি এনগিদি ও অ্যানরিচ নোরতে নিজেদের ফিট প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন।

নেইমারের গোলে রক্ষা পিএসজির

লন্ডন, ৪ মে।। পিছিয়ে পড়া দলকে স্পট কিকে সমতায় ফেরালেন নেইমার। কিন্তু শেষ দিকে আরেকটি পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারলেন না সতীর্থ এদিনসন কাভানি। লিগ ওয়ানে শেষ পর্যন্ত নিসের সঙ্গে ড্র করেছে পিএসজি।

শনিবার নিজেদের মাঠে ১-১ ড্র করে আগেই লিগ শিরোপা ঘরে তোলা পিএসজি। গত সেপ্টেম্বরে লিগের প্রথম পর্বে নিসের মাঠে নেইমারের জোড়া গোলে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিল টমাস টুখেলের দল।

গোলশূন্য প্রথমার্ধে বলের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকলেও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককের তেমন কোনো পরীক্ষা নিতে পারেনি পিএসজি। ৩৭তম মিনিটে ২০ গজ দূর থেকে নেইমারের নেওয়া ফ্রি কিক রক্ষণ দেয়ালে লেগে ফিরে।

দুই মিনিটে পর ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন কাভানি। কিন্তু সতীর্থের বাড়ানো বল প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে পাওয়ার পর উরুগুয়ের ফরোয়ার্ডের শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ক্যামেরুনের গানাগোর সাইড ভলিতে এগিয়ে যায় নিস। ৬০তম মিনিটে সফল স্পট কিকে পিএসজিকে সমতায় ফেরান নেইমার। ডি-বক্সের মধ্যে আনহেল দি মারিয়া ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পিএসজির হয়ে এটি নেইমারের ৫০তম গোল। দলটির হয়ে গত জানুয়ারিতে লিগে সর্বশেষ গোল পেয়েছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

৮৮তম মিনিটে সতীর্থের বাড়ানো বল উরু দিয়ে নামিয়ে ছোট ডি-বক্সের সামনে থেকে নেইমারের নেওয়া শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। ওই সময়ই দান্তের -ছয়ের পাতায় দেখুন

প্লাস্টিক-বর্জ্য থেকে জার্সি বানিয়ে প্রশংসিত শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ৪ মে।। আগামী বিশ্বকাপে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের জার্সি নিয়ে হৈ চৈ কম হয়নি। জার্সিতে জাতীয় পতাকার লাল-সবুজ রং একসঙ্গে নেই বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন সমালোচকরা। পরে নতুন ডিজাইনের জার্সি বানিয়ে সে ঝড় সামাল দেয় বিসিবি।

এবার বাংলাদেশ নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনায় দক্ষিণ এশিয়ার পড়শী দেশ শ্রীলঙ্কার জার্সি। লঙ্কানদের বিশ্বকাপ পোশাক ভাসছে প্রশংসার বন্যায়।

গত শুক্রবার (০৩ মে) কলম্বোর তাজ সমুদ্র হোটেলে জাঁকালো অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন করা হয়। এসময় দেখানো হয় দলের অনুশীলন জার্সিও।

অপূর্ব ডিজাইন হলেও লঙ্কান জার্সি প্রশংসা কুড়াচ্ছে অন্য কারণে। তাদের এবারের জার্সিটি তৈরি হয়েছে সাগরে ফেলা প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের দীর্ঘদিনের পোশাক স্পন্সর এমএএস হোল্ডিংস। এর আগে সবসময় আমদানি করা ফেব্রিকের জার্সি বানালেও এবার তারা বেছে নিয়েছে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি।

প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশগত স্থায়িত্ব বিভাগের পরিচালক শারিকা সেনানায়েক বলেন, শ্রীলঙ্কার উপকূল থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে স্থানীয়ভাবে বিশ্বমানের পণ্য তৈরির মাধ্যমে আমরা পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে চাই। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাবিশ্বে পরিবেশবান্ধব পোশাক ছড়িয়ে দিতে চায় এমএএস।

নতুন প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এ অঞ্চলের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথ খুঁজে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

শ্রীলঙ্কা দলের মূল জার্সিতে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে একটি কচ্ছপের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লঙ্কান উপকূলে দূষণের কারণে নিরীহ এ প্রাণীটি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। জার্সিতে কচ্ছপের ছবির মাধ্যমে সব ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী নীল-হলুদ রংয়ের মূল জার্সির বুকে সাদা হরফে দেশের নাম 'শ্রীলঙ্কা' লেখা রয়েছে। বামপাশে শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকা ও ডানপাশে বিশ্বকাপের লোগো রয়েছে।

অনুশীলন জার্সি তৈরি হয়েছে নীল-কালোর মিশ্রণে। এতেও দৃষ্টিনন্দন গ্রাফিক্সে ঢেউ তৈরি করে সমুদ্রের প্রতীক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দূষণরোধের বিজ্ঞাপনে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড সহযোগী স্পন্সর হিসেবে পাশে পেয়েছে ভারতের পানি বিশুদ্ধকরণ পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কেন্ট আরও সিস্টেমস লিমিটেডকে। প্রতিষ্ঠানটি ক্রিকেটের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। তারা ইতোমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও আইপিএল-এর বিভিন্ন দলকে স্পন্সর করেছে।

পাঞ্জাবকে হারিয়ে প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখলো কলকাতা

নয়াদিল্লি। ৪ মে।। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে ৭ উইকেটে হারিয়ে প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দলের জয়ে ব্যাট হাতে বড় অবদান রেখেছেন শুভমান গিল ও ক্রিস লিন।

শুক্রবার (৩ মে) রাতে মোহালিতে টসে জিতে ফিল্ডিং বেছে নেন কলকাতার অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক। ব্যাটিং করতে নেমে অল্প রানের মধ্যেই লোকেশ রাহুল ও ক্রিস গেইলের উইকেট হারিয়ে বসে পাঞ্জাব। এরপর নিকোলাস পুরান ক্রিজে এসে দলের প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দেন। প্রথম ৬ ওভার শেষে পাঞ্জাবের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২ উইকেটে ৪১ রান।

পাওয়ার প্লে শেষে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন পুরান ও ময়াঙ্ক আগারওয়াল। দুজনে মিলে পাঞ্জাবের বোলারদের উপর রীতিমত ঝড় বইয়ে দেন। ফিফটি থেকে মাত্র ২ রান দূরত্বে থামে পুরানের ইনিংস। তার আগেই অবশ্য তৃতীয় উইকেট জুটিতে আগারওয়ালকে নিয়ে ৬৯ রান যোগ করেন তিনি।

পুরান বিদায় নেওয়ার পর আগারওয়ালও ব্যক্তিগত ৩৬ রানে রান আউটের শিকার হন। এরপর পঞ্চম উইকেট জুটিতে ৩৮ রান যোগ করেন মান্দীপ সিং ও স্যাম কুরান। হ্যারি গার্নের বলে মান্দীপ (২৫) বিদায় নিলেও মাত্র ২৩ বলে ফিফটি হাঁকিয়ে পাঞ্জাবের বোলারদের ছন্নছাড়া করে দেন কুরান।

২০ ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে পাঞ্জাবের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৮৩ রান। আর তা সম্ভব হয় কুরানের ২৪ বলে ৫৫ রানের ঝড়ে, যা ৭ চার ও ২ ছক্কায় সাজানো।

১৮৪ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই আগ্রাসী ব্যাটিং করে পাঞ্জাবের বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন কলকাতার লিন। অ্যান্ড্রু টাইয়ের বলে আউট হওয়ার আগে তার ব্যাট থেকে আসে ৪৬ রানের ঝলমলে এক ইনিংস। পাওয়ার প্লে শেষে পাঞ্জাবের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১ উইকেটে ৬২ রান।

লিনের বিদায়ের পর হাল ধরেন শুভমান গিল ও রবিন উথাপ্পা। পাঞ্জাবের অধিনায়ক অশ্বিন বোলিংয়ে এসে উথাপ্পাকে (২২) বিদায় করে দেন। চার নম্বরে নেমে ১৪ বলে ২৪ রানের ঝড় তুলেন কলকাতার ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। অন্য প্রান্তে ৩৬ বলে ফিফটি তুলে নেন গিল।

মোহাম্মদ শামির বলে টাইয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়ার আগে তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৫০ রান যোগ করেন রাসেল। এরপর কলকাতার অধিনায়ক কার্তিক ৯ বলে ২১ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করেন।

সেল্তার মাঠে নতুন চেহারায় বার্সা

লন্ডন, ৪ মে।। লা লিগায় সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে নিয়মিত একাদশের ৮ জনকে বিশ্রাম দিয়েছেন বার্সেলোনা কোচ এরনেস্তো ভালভেরদে। অবশ্য প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না বলে দাবি করেছেন এই স্প্যানিয়ার্ড।

শনিবার রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে প্রতিপক্ষের মাঠে খেলবে কাতালান ক্লাবটি। এরই মধ্যে প্রতিযোগিতার চলতি আসরের শিরোপা ঘরে তুলেছে তারা।

চলতি মৌসুমে আরও দুই শিরোপা জয়ের হাতছানি রয়েছে বার্সেলোনার সামনে। আরেক ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কোপা দেল রের ফাইনালে এ মাসের ২৫ তারিখে ভালেন্সিয়ার মুখোমুখি হবে ভালভেরদের দল। আর আগামী মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রতিযোগিতার পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা শেষ চারের ফিরতি পর্ব খেলবে লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে।

সেল্তার বিপক্ষে অধিনায়ক লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেস, জেরার্দ পিকে, জর্দি আলবা, ইভান রাকিতিচ, সের্হি রবের্তো, সের্হিও বুসকেতস ও গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন বিশ্রাম পাচ্ছেন। টের স্টেগেনের জায়গায় গোলপোস্টের নিচে থাকবেন ইয়াসপের সিলেসেন। আর্তুরো ভিদাল, ফিলিপে কৌতিনিয়ো, উসমান দেম্বেলেরাও শুরুর একাদশে থাকবেন বলেই ধরা হচ্ছে।

ব্যস্ত সূচির জন্য খেলোয়াড়দের এই বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল বলে জানান ভালভেরদে।

"আমরা এই ম্যাচকে অন্য সব ম্যাচের মতোই বিবেচনা করছি। আমরা তিন পয়েন্ট পাওয়ার চেষ্টা করব। ... আমরা দলে পরিবর্তন এনেছি কারণ এটা প্রয়োজন।"

"এটা পরিষ্কার যে আমরা ভালো ফল পেলাম (চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে লিভারপুলের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়)। কিন্তু সেমি-ফাইনালের লড়াই এখনও শেষ হয়নি।"

"আমরা এটা জানি কারণ আমরা নিয়মিত লিভারপুলের খেলা দেখি। তারা কি করতে পারে তা আমাদের জানা আছে। যদিও লিভারপুলকে নিয়ে চিন্তা করার সময় পরে পাওয়া যাবে, ... এখন আমাদের সেল্তার বিপক্ষে ম্যাচে মনোযোগ দিতে হবে।"

গত বছরের ডিসেম্বরে ঘরের মাঠ কাম্প নউয়ে মৌসুমের প্রথম দেখায় সেল্তাকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনা।

গম্ভীর ব্যক্তিত্বহীন, আফ্রিদি মানসিক রোগী

নয়াদিল্লি, ৪ মে।। ভারত-পাকিস্তান মানেই এক যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। সীমান্ত হোক আর অন্য কোনো ক্ষেত্রে, লড়াই চলতেই থাকে। কখনও কখনও এটি তারকাদের মধ্যে কথার লড়াই পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেমনটি চলছে ভারত-পাকিস্তানের দুই সাবেক ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর ও শহীদ আফ্রিদির মধ্যে।

দুজনের মধ্যে কথার লড়াই বর্তমানে চরমে। তবে কথার এই লড়াইটা শুরু করেন মূলত আফ্রিদিই। সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া পাকিস্তানি অলরাউন্ডারের আত্মজীবনী 'গেম চেঞ্জার' বইয়ে ভারতীয় ওপেনার গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে বেশ আপত্তিজনক কথা লিখেছেন। যা প্রকাশিত হওয়ার পরই গম্ভীর টুইট করে আফ্রিদিকে এক প্রকার মানসিক রোগিই আখ্যা দেন।

আত্মজীবনীতে গম্ভীরকে ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে তুলে ধরে ব্যক্তিত্বহীন আখ্যায়িত করেন আফ্রিদি। লেখেন, 'কিছু শত্রু থাকে ব্যক্তিগত, আর কিছু পেশাগত। প্রথমটি গম্ভীরকেই বলা যায়। সে এবং তার আচরণে বেশ সমস্যা আছে। তার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। ক্রিকেটের মতো দুর্দান্ত বিষয়ে তিনি এক অদ্ভুত চরিত্র। যার কোনো বিরাট রেকর্ড নেই কিন্তু প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য আছে।'

'ডন ব্রাডম্যান ও জেমস বন্ডের মিশ্রিত আচরণ তার (গম্ভীরের। করাচীতে আমরা তার মতো লোককে কৃপণ বলি। এটা সত্যি আমি হাসিখুশি ও ইতিবাচক লোক পছন্দ করি। সে আক্রমণাত্মক বা প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা সেটা ব্যাপার নয়। কিন্তু তাকে অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে যা, অবশ্যই গম্ভীর নন।'

৩৭ বছর বয়সী ভারতীয় সাবেক ওপেনার নিজের সম্পর্কে এসব কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি। তিনিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে আফ্রিকে মানসিক রোগী আখ্যা দিয়ে একটি পোষ্ট দেন। সেখানে লেখেন, 'শহীদ আফ্রিদি আপনি একজন হাস্যকর মানুষ। যাই হোক আমরা এখনও পাকিস্তানিদের জন্য চিকিৎসা ভিসা প্রদান করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাবো।'

একমাত্র ম্যাচে আইরিশদের ৪ উইকেটে হারালো ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৪ মে।। টম কুরান ও বেন ফোকসের ৯৮ রানের জুটিতে ভর করে সিরিজের একমাত্র ওয়ানডে -ছয়ের পাতায় দেখুন

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

ভাঙড়ে সিপিএমের পতাকা খুলে নেওয়ার অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে বিকাশ

ভাঙড়, ৪ মে (হি. স.) : ভাঙড়ে সিপিআইএমের পতাকা খুলে ফেলার অভিযোগ।অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আরাবুল -কাইজারদের খাস তালুক তৃণমূল কর্মীদের বিড়ীতে সটান যাদবপুরের বাম প্রার্থী তথা সিপিআইএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রশ্ন কেন খুলে ফেলা হল আমাদের পতাকা। সেটা জানতেই এদিন মরিচা গ্রামে মাজহারুল ইসলাম ও সাজারুল ইসলাম নামে কাইজার আহমেদ ঘনিষ্ঠ দুই তৃনমূল নেতার বাড়িতে যান বিকাশরঞ্জন। যদিও এ ব্যপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি কাইজার আহমেদ। ওই এলাকার প্রধান শ্যামসুন্দর মল্লিক বিষয়টি জানা নেই বলে এড়িয়ে গেছেন। ঘটনা ভাঙড় ১এ ব্লকের প্রাণগঞ্জ অঞ্চলের মরিচা গ্রামের। কিছুদিন আগে তৃণমূল কর্মী পতাকা খুলে নেয় বলে স্থানীয় সিপিআইএম কর্মীরা জানিয়ে ছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে। শনিবার নারায়ণপুর অঞ্চলের পাগলাহাট বাজারে বাসন্তী হাইওয়েরে পাশে পদসভা করার কথা ছিল যাদবপুরের বামপ্রার্থীর। পদসভা সেরে হওয়য়ার কথা ছিল কর্মীসভা। কিন্ত তার মাঝখানে বিকাশ রঞ্জন সটান চলে যান মরিচা গ্রামে। সেখানে গিয়ে স্থানীয় বামকর্মী সমর্থকদের কাছে জানতে চান কে পতাকা খুলেছে? তাদের বাড়ী কোথায়?

এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলনা কোন নিরাপত্তা রক্ষী বা পুলিশ।কার্যত ফিল্মি কায়দায় গাড়ী থেকে নেমে সোজা চলে যান তৃণমূল কর্মীদের বাড়ীতে। স্থানীয় বামকর্মীরা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে তৃণমূল কর্মীদের বাড়ীতে নিয়ে যান। বিকাশ বাবু কর্মীদের বাড়ীতে গিয়ে নিজেই নাম ধরে ডাকতে থাকেন। জানতে চান বাড়ী আছেন কিনা। প্রথম যে বাড়ীতে যান তাকে বাড়ীতে পাওয়াযাইনি। বাড়ীর লোককে বিকাশ বাবু বলে আসেন বাড়ী আসলে বলে দেবেন যে, যাদবপুরের সিপিএমের প্রার্থী বাড়ীতে এসেছিলেন। আমাদের পতাকা যেন আর না খোলে। এবারে খুল্লে খারাপ হবে। সেখান থেকে চলে যান তৃণমূলের আরেক কর্মীর বাড়িতে।পতাকা খোলা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্য বাড়িতেই পাওয়া যায়। পতাকা খোলার কথা বিকাশড়বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন।ওই তৃণমূল কর্মী অবশ্য অস্বীকার করেন পতাকা খোলার কথা।বিকাশ বাবু বলেন আপনি না খুললেও আপনার দলের কেউ খুলেছে। একটু লক্ষ্য রাখবেন যাতে আর কেউ আমাদের পতাকা না খোলে। যাকে খুশি ভোট দিন কিন্তু আমাদের পতাকাট লাগাতে দিন।

নতুন কাউন্সিলারের দাবীতে অনড় দুর্গাপুর আশীষনগর

দুর্গাপুর, ৪ মে (হি. স.): বিধায়কের শান্তি বৈঠকেও বরফ গলল না। নতুন কাউন্সিলারের দাবীতে কার্যত অনড়ই রইল। এমনকি এলাকায় না থাকতে দেওয়ারও কড়া হুঁশিয়ারী জানাল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর ৩৯ নং ওয়ার্ড আশীষনগরের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের ক্ষোভে কপালে ভাঁজ পড়েছে তৃণমূলের।

উল্লেখ্য, গত ২৯ এপ্রিল হুমকিকে তোয়াক্কা না করে ভোট দিয়েছিল কয়েকজন বাসিন্দা। এছাড়াও পোলিং এজেন্ট বসেছিল বিরোধীরা। আর তার জেরে হামলা চালানোর ওঠে স্থানীয় তৃণমূলের কাউন্সিলার শশাঙ্ক শেখর মন্ডল ও তাঁর ভাই শিবু মণ্ডল ও শঙ্কর মণ্ডলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ সিপিএমের বুথকর্মী বিবেকানন্দ মল্লিকের বাড়িতে হামলা চালায় কাউন্সিলার ও তাঁর দলবল। এমনকি পার্টি অফিসে ডেকে বিবেকান্দর ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও আর দুই বাসিন্দাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৫ জন আহত হয়। আর তাতেই ক্ষেপে ওঠে এলাকাবাসী। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়। পাল্টা জনরোষে বাড়ী ভাঙচুর করে তৃণমূল কাউন্সিলারের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুলকলাম দুর্গাপুরের ৩৯ নং ওয়ার্ডের আশীষনগর। এমনকি কাউন্সিলার সহ তার ভাইদের ওপর জনরোষ আছড়ে পড়ে। বেগতিক বুঝে এলাকাছাড়ে কাউন্সিলারের পরিবার।

শনিবার সন্ধ্যায় এলাকায় শান্তি বৈঠক করে দুর্গাপুরের বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। দীর্ঘ আশ্বাসবানির পরও গ্রামবাসীদের ক্ষোভ কমেনি। গ্রামের মহিলারা সম্মিলিতভাবে জানান,ঙ্র' কাউন্সিলারের অত্যাচার দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করেছি। সীমা ছাড়িয়েছে। তাদের অত্যাচারে বসবাস করা দায় হয়ে পড়েছে। তাই এরকম কাউন্সিলারকে চাই না। এমনকি এলাকায় ওই পরিবারকেও থাকতে দেওয়া হবে না।' স্থানীয় তৃণমূলকর্মী অলোক মল্লিক জানান,' কাউন্সিলার ও তার ভাইদের অত্যাচারে অতিষ্ট। সহ্যের বাঁধ ভেঙেছে। তাই এই কাউন্সিলারকে চাই না। দলকে বলেছি নতুন করে দলেরই অন্য প্রার্থী দিয়ে কাউন্সিলার নির্বাচন করা হোক।ঙ্র' কাউন্সিলার শশাঙ্ক শেখর মন্ডল একসময় বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের অনুগামী ছিল। মাঝে সম্পর্কে চিড় ধরে। তবে পরিস্থিতি নাগালের বাইরে যাওয়ায় আসরে নামে বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা বিশ্বানাথ পাড়িয়াল। এদিন তিনি জানান,ঙ্র' এলাকায় মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। গ্রামবাসীদের ক্ষোভ ও দাবী শুনেছি। তাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। এবং দলকে যথাযথ ব্যাবস্থা নেওয়ারও দাবী জানিয়েছি।

ফণীর তাণ্ডবে ক্ষয়ক্ষতি ক্ষতিয়ে দেখতে কাকদ্বীপে এলেন রাজ্যপাল

কাকদ্বীপ, ৪ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় ফণী সেভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আছড়ে পড়েনি। তবুও ফণীর প্রভাবে এই জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু মানুষকে নদীর পাড় থেকে, কাঁচা বাড়ি থেকে সরিয়ে ফ্লাড সেন্টারে নিয়ে এসেছে প্রশাসন। বহু জায়গাতেই নদী বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শনিবার সেই সবকিছুই সরজমিনে ক্ষতিয়ে দেখতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপে আসেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী। এই বিষয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ও জানান রাজ্যপাল। কার্যত শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফণীর প্রভাবে এ রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির কি অবস্থা তা জানতে ফোন করেন রাজ্যপালের কাছে। এই বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথা ও হয়। এরপরই শনিবার দুপুরে রাজভবন থেকে বেরিয়ে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী কাকদ্বীপে আসেন। সেখানে কাকদ্বীপ লট নম্বর আট ঘাটে যান রাজ্যপাল। মুড়ি গঙ্গা নদীর বাঁধের অবস্থা দেখেন নিজের চোখেই। সেখান থেকে স্থানীয় একটি ফ্লাড সেন্টারে যান দুর্গত মানুষদের সাথে কথা বলার জন্য। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কথা বার্তা বলার পর সেচ দফতরের আধিকারিক ও স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে রাজ্যপাল কথা বলেন ক্ষয়ক্ষতি ও তার প্রতিকারের বিষয় নিয়ে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রকে তিনি রিপোর্ট পাঠাবেন বলে ও জানান। প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ নিয়ে কথা হলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে কোন কথাই হয়নি বলে দাবী করেন রাজ্যপাল।

তিনি জানান, " ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এই এলাকার কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা দেখতে এবং এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভাঙড়ে বোমা নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

ভাঙড়, ৪ মে (হি. স.) : নির্বাচনের আগে এলাকাকে সন্ত্রাস মুক্ত করতে ভাঙড়ের পোলেরহাট এলাকায় আম বাগান থেকে তাজা বোমা সহ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করেছিলেন কাশীপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ৯ টি তাজা বোমা সহ ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম গান পাউডার নিষ্ক্রিয় করল বোমডিসপোজাল স্কোয়াড।

বৃহস্পতিবার রাতে ভাঙড়ের কাশীপুর থানার দক্ষিণ গাজীপুরে একটি আম বাগান থেকে বোমা তৈরি করার সময় দুই যুবক কে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ৯ টি তাজা বোমা সহ ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম গান পাউডার দুই দিন

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অসমে, উৎসস্থল মায়ানমার ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ৪ মে (হি.স.) : একদিকে ফণী-র দাপাদাপি, অন্যদিকে আজ মধ্যমস্তরের এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য। শনিবার বিকেল ৪.৩৬ মিনিটে অনুভূত এই ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে ধরা পড়েছে ৫.১। ভূকম্প সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য এখনও পাওয়া না গেলেও এ-ঘটনায় কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি। জনা গেছে. ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল রাত ১.৪৫ নিনিটে অনুরূপ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশঊ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলাঊ সেদিনের ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল অসম এবং পার্শবর্তী অঞ্চলে। এর উৎসস্থল ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিচার গভীরেঊ ওই ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হয়েছে তিব্বত সীমান্তেও।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এল এন বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সিবিএসই'র দ্বাদশে রাজ্যে সেরা কৃষ্ণার্পিতা

শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের কৃতি ছাত্রী কৃষ্ণার্পিতা দেবনাথকে চড়িলামে নিজ বাড়িতে সম্বর্ধনা জানান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন ছবি- নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ মে।। সিবিএসই'র দ্বাদশের ফলাফল ঘোষণার দ্বিতীয়দিন শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের কৃতি ছাত্রী কৃষ্ণার্পিতা দেবনাথকে চড়িলামে নিজ বাড়িতে সম্বর্ধনা জানান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষুও দেববর্মন। শ্রীদেববর্মন কৃষ্ণার্পিতার ফলাফলে অত্যন্ত খুশী হয়েছে। তিনি ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানান এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন। উপমুখ্যমন্ত্রী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও প্রশংসা করেন।

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী কৃষ্ণার্পিতা ৯৭.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিজ্ঞান বিভাগের কৃষ্ণার্পিতা দেবনাথ সম্ভাব্য সেরা ফলাফল অর্জন করেছে।

চড়িলামের বাসিন্দা চন্দন দেবনাথের মেয়ে কৃষ্ণার্পিতার এই ফলাফলে গোটা এলাকায় খুশীর বাতাবরণ।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের মধ্যে ১৭জন ছাত্রছাত্রী ৯০ শতাংশের বেশী নম্বর পেয়েছে। ৮০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ নম্বর পয়েছে ৩৫ জন। ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ নম্বর পয়েছে ৩৫ জন। তাছাড়া কলা বিভোগে মোট ১৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৫জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আইনজীবীদের কর্মবিরতি ১০ মে পর্যন্ত, আদালতে পিবিটি

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : আইনজীবীদের ওপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের আদালত গুলিতে ১০ মে পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। বার কাউন্সিলের বৈঠকে প্রথমে ঠিক হয়েছিল ৮ মে পর্যন্ত কর্মবিরতি চালানো হবে। পরে তা বাড়িয়ে ১০ মে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, হাওড়া আদালতের ঘটনায় হাইকোর্ট যে স্বতস্ফূর্ত মামলা দায়ের করেছে, সেই মামলায় এখনও অবধি মোট পাঁচটি হলফনামা জমা পড়েছে। সেখানে হাওড়া পুলিশের তরফে বলা হয়েছে ২৪ এপ্রিল পুরনিগমের এক কর্মচারীকে বাঁচানোর জন্য হাওড়া আদালত চত্বরে পুলিশ ঢুকেছিল। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী যায় সেখানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। কিন্তু পুলিশের কোনও অনুরোধ আইনজীবীরা শোনেননি। আইনজীবীদের ওপর নিগ্রহের প্রতিবাদে ঘটনার পরদিন থেকে রাজ্যের আদালতগুলিতে কর্মবিরতি শুরু করেন আইনজীবীরা। এদিকে এই কর্মবিরতির প্রতিবাদে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্ট (পিবিটি) নামে একটি সংগঠন। তাদের বক্তব্য আইনজীবীদের এই কর্মবিরতির ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল বি রাধাকৃষ্ণণ এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে তাঁরা আবেদন করেছেন। এ ব্যাপারে ওই বেঞ্চ আগামী ৮ মে শুনানি আয়োজন করেছে। গত বছরও আইনজীবীদের কর্মবিরতিতে সমূহ ক্ষতি হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন পিবিটি-র সভাপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওনিবাসী চিকিৎসক কুনাল সাহা। শুক্রবার তাঁদের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের কোনও আইনজীবী অংশ নেননি।

তবে সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য আইনজীবী রণজিৎ সরকার এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিয়ে সংগঠনের সভাপতির চিঠি প্রধান বিচারপতির দিকে এগিয়ে দেন কুনালবাবু বলেন, "আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই আইনজীবীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ যেমন মেনে নেওয়া যায় না তেমনই আইনজীবীদের কর্মবিরতি ও কোনও পরিস্থিতিতে মেনে নেওয়া উচিত নয়।'

ঝড়খালীতে ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতদের পাশে আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্কর

ঝড়খালি, ৪ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় ফণীর আতঙ্কে সুন্দরবনের নদী তীরবর্তী বহু মানুষ স্থানীয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে (ফ্লাড সেন্টারে) আশ্রয় নিয়েছিলেন। শনিবার সকালে অবশ্য ফণীর আতঙ্ক কেটে যেতেই বহু মানুষ নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

সুন্দরবনের বাসন্তী ও গোসাবা ব্লকের মোট সাতাশটি ফ্লাড সেন্টারের বেশীরভাগ গুলিতেই শুক্রবার রাতে ছিলেন এলাকার মানুষজন। এরমধ্যে ঝড়খালির ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে শনিবার সকালে আশ্রিতদের সাথে দেখা করতে যান জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের আর এস পি প্রার্থী সুভাষ নস্কর।

আয়লার পর তৎকালীন বাম সরকার সুন্দরবনের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে এই ফ্লাড সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল বলে দাবী করেন রাজ্যের প্রাক্তন সেচ মন্ত্রী সুভাষ নস্কর। তবে তৃণমূল সরকারের শাসনকালে সেগুলি যে বাস্তবে রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে যথেষ্ট খুশি সুভাষ নস্কর। এদিন ঝড়খালীর ফ্লাড সেন্টারে এসে সুভাষ বাবু বলেন, " এই ফ্লাড সেন্টারগুলি হয়েছিল বলে এলাকার বহু মানুষ এখানে আশ্রয় নিতে পেরেছেন। আমাদের তৎকালীন বাম সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নিলেও এগুলি তৃণমূল সরকারের সময়ে কার্যত তৈরি হওয়ায় মানুষ দুর্যোগের সময় মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছেন"।

এদিন এই আশ্রয় শিবিরে এসে এলাকার মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস ও দেন সুভাষ নস্কর। তিনি বলেন, "২০০৯ সালে যখন আয়লা হয়েছিল তখন আমি আর তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি দিনের পর দিন এই দুর্গত মানুষগুলির পাশে ছিলাম। ওরা আমাকে চেনে। আবারও ওদের বিপদে পাশে দাঁড়াতে এসেছি। এরসাথে ভোট প্রচারের কোন সম্পর্ক নেই"। তবে মুখে না বললেও এদিন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বহু মানুষের সাথে জন সংযোগ বাড়ান সুভাষ নস্কর। কার্যত পুরানো সম্পর্কগুলোকে একবার ঝালিয়ে নেন। আর সেই কারণে এলাকার তৃণমূল নেতারা অভিযোগ তুলেছেন, " ওসব পাশে থাকা টাকা কিছুই নয়, আসলে সামনেই ভোট তাই ভোট চাইতেই এই এলাকায় এসেছেন এই বাম প্রার্থী"।

প্রচার ছেড়ে ফণীর তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেলেন তৃণমূল প্রার্থী

ঝাড়্গাম, ৪ মে (হি. স.) : ভোটের আগে প্রচার ছেড়ে এক অন্য ভূমিকায় দেখা গেল ঝাড়্গাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী বিরবাহা সরেনকে। শনিবার ঘুরে দেখলেন ফণীর আক্রমণে জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি। ভেঙে যাওয়া ঘরে, উড়ে যাওয়া চালে কতটা অসহায় হয়ে গিয়েছে মানুষগুলি।তাই প্রচার ছেড়ে শনিবার ঝাড়্গাম লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী বিরবাহা সোরেনে পৌছে গিয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে ফণী ঘূর্নী ঝড়ে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের চুনঘাটি সংসদের হেঁসেলডিহি গ্রামে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী এই গ্রামে ফণীর দাপটে প্রায় পঁচিশটি ঘর তছনছ হয়ে গিয়েছে।গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের ঠাঁই হয়েছিল ত্রাণ শিবিরে।শুক্রবার সেই খবর পেয়ে সন্ধ্যায় গ্রামে পৌছে ছিলেন বিরবাহা সোরেন।এদিন শনিবার তিনি আবারও পৌছে যান সেই গ্রামে।গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন।তাদের পাশে থাকার কথা বলেন।এদিন তার সাথে ছিলেন বিধায়ক চূড়ামনি মাহাতো, দুলাল মুর্মু, কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল দত্ত , জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব।গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের এই গ্রাম থেকে তিনি বেড়িয়ে চলে যান আরো একটি দূর্গত ব্লকে।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকে যান বিরবাহা সোরেন।সেখানেও ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন তিনি। এদিন বিরবাহা সোরেন বলেন ঙ্র'এদিন কোনও প্রচারে যাইনি।বৃষ্টির কারনে বিভিন্ন গ্রামে বহু মানুষের ঘর, বাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।আমি সেই সব গ্রামে গিয়েছিলাম।গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি।গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের চুনঘাটি গ্রামে এবং গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকে যেখানে মানুষ ক্ষতির সামনে পড়েছে সেখানে গিয়েছি।

ফুল চাষ করে আর্থিক স্বনির্ভর ত্রিপুরার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ফুল চাষ করে আর্থিক স্বনির্ভর হয়েছে এক যুবক। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশারঘাট এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ছোটোখাটোভাবে ফুল চাষ শুরু করে আজ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন।

শনিবার সকালে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথের ফুলবাগান পরিদর্শনে যান বগাফা কৃষি দফতরের এসএ দেবাশিস পাল এবং বাইখোড়া অ্যাগ্রিকালচার অফিসার দীপক দাস। জানা গেছে, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২০০৫ সালে গ্রেজুয়েশান সমাপ্তি করেছেন। লেখাপড়া শেষ করার পর ইন্দ্রজিৎ পরবর্তী সময়ে চাকিরির আশা না করে নিজের জমিতে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছোটোখাটোভাবে ফুল চাষ শুরু করেন। তাঁর ফুলচাষের আগ্রহ দেখে তাঁকে সরকারি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বগাফা কৃষি দফতরের এসএ দেবাশিস পাল। সরকারি সাহায্য পেয়ে নতুন উদ্যমে ফুলের চাষ শুরু করেন ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ জানান, বর্তমানে তিনি ফুল চাষ করে বছরে প্রায় ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা আয় করছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই ফুলগুলি বিক্রি করা হয় বলে জানান তিনি। আরও জানান, রাজ্যের বেকার যুবকরা লেখাপড়া শেষ করে ঘুরোঘুরি ছেড়ে, সরকারি চাকরির আশা না করে ফুল বা অন্য যে কোনও চাষের কাজে লেগে গেলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বন হতে পারবেন। তিনি জানান, বর্তমানে তাঁর ফুল বাগানে পাঁচ ধরনের ফুল আছে।এদিকে, ইন্দ্রজিতের ফুলচাষ সম্পর্কে বগাফা কৃষি দফতরের এসএ দেবাশিসবাবু জানান, কৃষিজ ফসলের পাশাপাশি ফুলচাষের মধ্য দিয়েও স্বাবলম্বন হওয়া সম্ভব। তাই তিনি সকলকে ফুলচাষে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানান।

ওয়ার্ল্ড সাইন্টেফিক ফোরাম ত্রিপুরা চাপ্টারে পক্ষ থেকে গনধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সহ অন্যান্য দাবিতে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে শনিবার ওয়ার্ল্ড সাইন্টেফিক ফোরাম ত্রিপুরা চাপ্টারে পক্ষ থেকে গনধর্ণা সংগঠিত করা হয়।

তাদের অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিজ্ঞান গবেষনায় সরকারী অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক প্রমান নির্ভর সরকারী নীতি গ্রহণ, মৌলিক গবেষনায় উৎসাহ প্রদান, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি প্রচার ও প্রসার বন্ধ করা সহ আরো অনেক দাবিতে এই পদযাত্রা। এইসব দাবি অবিলম্বে পূরণ না হলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা চাপ্টারের সম্পাদক রাজু আচার্য।

বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম ১

ক্যানিং ৪ মে (হি. স.) : বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যাক্তি। আহতের নাম লিয়াকৎ সরদার। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের বাজার এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হাটপুকুরিয়ার বাসিন্দা লিয়াকৎ সরদার সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকা সেই সময় এক বাইক চালক দ্রুত গতিতে লিয়াকৎ বাবুকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা লিয়াকৎ বাবু কে রাস্তার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য।মাথায় এবং পায়ের আঘাত গুরুতর হওয়ায় লিয়াকৎ বাবুর অবস্থা আশাঙ্কাজনক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।